স্ত্রী-শিক্ষা।

(বক্তৃতা)

গাজী সৈয়দ আফেন্দী শাহ আবু
মোহম্মদ ইস্‌মাইল হোসেন
সিরাজী

(কবি সোলতান)

প্রণীত।

বৰ্দ্ধিত সংস্করণ।

ত্রিপুরা—চিনাইর নিবাসী
মুন্সী বজলররহমান চৌধুরী
কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

স্ত্রী-শিক্ষা।

(বক্তৃতা)

গাজী সৈয়দ আফেন্দী শাহ আবু
মোহম্মদ ইস্‌মাইল হোসেন
সিরাজী

(কবি সোলতান)

প্রণীত।

বৰ্দ্ধিত সংস্করণ।

ত্রিপুরা—চিনাইর নিবাসী
মুন্সী বজলররহমান চৌধুরী
কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

প্রিণ্টার—শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য দাস।

মেট্‌কাফ প্রিন্টিংওয়ার্কস্,

৩৪নং মেছুয়াবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

নারী জগতের শক্তি   নারী সভ্যতার মূল ;
প্রতিভার বীজ নারী   নারী উন্নতির ফুল।
জাতীয়-উত্থান-আশা   যদি জাগে তব মনে,
নারীর শিক্ষার হেতু   খাট তবে প্রাণপণে।

ভূমিকা।

প্রায় দ্বাদশ বৎসর পূর্ব্বে এই বক্তৃতাটী সর্ব্বপ্রথমে প্রকাশিত হয়। অতি সত্বর ক্রমাগত ইহার তিনটী সংস্করণ হয়। এই ক্ষুদ্র পুস্তিকা দ্বারা স্ত্রীশিক্ষার বিরোধী দলের ভ্রমান্ধকার বহুল পরিমাণে অপসারিত এবং অনুকূল দলের উৎসাহ বর্দ্ধিত হইয়াছে। নারীজাতির শিক্ষাশক্তি এবং সামর্থ্যই হইতেছে—জাতীয় জীবন-দেহের মেরুদণ্ডস্বরূপ। নারীজাতি না জাগিলে, নারীজাতি না উঠিলে জাতীয় উন্নতি কদাপি সম্ভবপর নহে। চিন্তার বিস্ফুরণকারিণী শিক্ষা এবং স্বাধীনতাই হইতেছে—মনুষ্যত্ব লাভের একমাত্র উপায়। স্বাধীনতা না থাকিলে, শিক্ষা পূর্ণতা লাভ করিতে পারে না। চরিত্র গঠন এবং মনের বিকাশ সম্ভবপর হইতে পারে না। এজন্য এবার ইহার চতুর্থ সংস্করণে মনের উন্নতির জন্য স্বাধীনতা এবং শরীরের পুষ্টির জন্য ব্যায়াম-চর্চ্চার কথা লইয়া আরও দুইটি পরিচ্ছেদ নূতন রচিত হইয়াছে। আশা করি, অতঃপর এই বিশদ আলোচনা এবং গবেষণা দ্বারা নারীজাতির শিক্ষা এবং স্বাধীনতার পথ অনেকটা প্রশস্ত এবং বিঘ্নশূন্য হইবে। নারীজাতির মঙ্গল-কামী শিক্ষানুরাগী যুবক ও ছাত্রগণ, এই পুস্তকের বহুল প্রচারের চেষ্টা করিবেন বলিয়া বিশেষ ভরসা করি।

বাণীকুঞ্জ, সিরাজগঞ্জ
২৭শে ফাল্গুন, ১৩২৩।

বিনীত—
সিরাজী।

স্ত্রী-শিক্ষা।

(বক্তৃতা ।)

প্রথম পরিচ্ছেদ।

[বঙ্গীয় মুসলমান শিক্ষা-সমিতির কলিকাতাস্থ তৃতীয় বার্ষিক অধিবেশনে এই বক্তৃতা প্রদত্ত হয়।]

মাননীয় সভাপতি এবং সভ্য মহোদয়গণ! পরমেশ্বর মানবজাতিকে স্ত্রী এবং পুরুষ এই দুই ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন। মানব-সমাজের বহিরঙ্গ পুরুষ, অন্তরঙ্গ স্ত্রীলোক; অথবা আমি তাহা অপেক্ষাও কিছু বেশী বলিতে চাই। পুরুষেরা সমাজের দেহ এবং মাতৃজাতি সেই দেহের আত্মা। (হিয়ার! হিয়ার!)

মহোদয়গণ! বাস্তবিক পক্ষে যদি আপনারা চিন্তা করেন, তাহা হইলে সুস্পষ্টরূপেই বুঝিতে পারিবেন যে, সমাজ-গঠনের মূলে পুরুষ অপেক্ষা স্ত্রীলোকের শক্তি প্রয়োগের আবশ্যকতা অধিক। মাতৃজাতির হৃদয় হইতে এ সংসার-মরুভূমিতে যে, স্নেহ মমতা এবং প্রেম, প্রীতি, ধৈর্য্য ও সহিষ্ণুতারূপ অমৃত-নির্ঝরিণীর মন্দাকিনী-ধারা প্রবাহিত

হইতেছে; ত্রিতাপজ্বালায় দগ্ধীভূত এবং পিপাসার্ত্ত পুরুষ জাতি সেই পূত মন্দাকিনী-ধারার অমৃত পানে সঞ্জীবিত হইয়া কঠোর সংসার-সংগ্রামে বীরের ন্যায় প্রমত্ত রহিয়াছে।

মহোদয়গণ! এক্ষণে মনে করুন, আমরা যে অমৃত-প্রবাহিনী মন্দাকিনীর ধারা পান করিয়া সঞ্জীবনী-শক্তি লাভ করিব, সেই অমৃতপ্রবাহ যদি কলুষিত এবং দুরিত-দুর্গন্ধ-যুক্ত হইয়া পড়ে, তাহা হইলে আর আমাদের বাঁচিবার আশা কোথায়? (হিয়ার! হিয়ার!)

আমাদের সমাজ, দীর্ঘকাল হইতে পূজনীয় মাতৃজাতির শিক্ষা ও স্বাধীনতার প্রতি যে অবজ্ঞা প্রদর্শন করিয়া আসিয়াছে, তাহার বিষময় ফলেই আমাদের এই নিদারুণ অধঃপতন হইয়াছে। আমরা সম্প্রতি শিক্ষার আলোকে আমাদের সমাজের বহিরঙ্গ পরিষ্কৃত এবং পরিমার্জ্জিত করিবার জন্য বিশেষ চেষ্টা পাইতেছি; কিন্তু হায়! স্ত্রী-জাতিরূপ অন্তরঙ্গকে অজ্ঞানতার নিবিড় অন্ধকারে নিমজ্জিত করিয়া মলিন এবং বিষাক্ত করিয়া তুলিতেছি।

মহোদয়গণ! ব্যাপার এই দাঁড়াইয়াছে যে, আমরা আমাদের পান-পাত্রকে খুবই পরিষ্কৃত করিতেছি, কিন্তু আমাদের জলাধার কূপে যে বিষ্ঠা এবং মৃতদেহ পচিতেছে, সে দিকে আমাদের আদৌ দৃক্‌পাত নাই!

স্ত্রী-শিক্ষা

মহোদয়গণ! সত্য বলিতে ভয় নাই যে, আমাদের সমাজের অধিকাংশ লোক, মুখে না হউক কিন্তু কার্য্যতঃ স্ত্রীজাতিকে পুরুষ অপেক্ষা হেয় এবং নীচ বলিয়া মনে করে। এই ধারণাবশতঃ আমাদের সমাজে স্ত্রী-শিক্ষার কিছুই প্রসার হইতেছে না, বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। সুতরাং আমা-দিগকে এই ধারণা দূর করিতে হইবে।

মহোদয়গণ! আমি ভাবিয়া কোনও কারণ পাই না যে, স্ত্রীলোকেরা কিসে আমাদের অপেক্ষা নীচ বা হেয়। শাস্ত্রানু-সারে যদি পিতা অপেক্ষা মাতার গুরুত্ব এবং শ্রেষ্ঠতা, কোন অংশে ন্যূন না হয়, তাহা হইলে পিতৃ-জাতি পুরুষ অপেক্ষা মাতৃ-জাতি রমণীকুল কেন হীন হইবে? (হিয়ার! হিয়ার!)

মহোদয়গণ! আমার মনে হয় যে, যদি আল্লাহতায়ালা পুরুষ অপেক্ষা স্ত্রীজাতিকে হীন করিয়া সৃষ্টি করিতেন, তাহা হইলে আদি পিতা হজরত আদমের চরণতল হইতে আদি জননী হজরত হাওয়া দেবীর সৃষ্টি করিতেন। কিন্তু তাহা না করিয়া যখন আদমের পঞ্জরাস্থি হইতে হাওয়া দেবীর সৃষ্টি করিয়াছেন; তখন স্ত্রীজাতির মর্য্যাদা এবং গৌরব পুরুষ অপেক্ষা বেশী না হইলেও—সমান (করতালি-ধ্বনি)।

মহোদয়গণ! মনে রাখিবেন যে, যখন হজরত আদমের পঞ্জরাস্থি অর্থাৎ পার্শ্বদেশ হইতে স্ত্রীর সৃষ্টি হইয়াছে; তখন

বুঝিতে হইবে যে, স্ত্রীজাতি সংসার-ক্ষেত্রে কি ধর্ম্ম-সাধনায়, কি কর্ম্ম-সাধনায় প্রত্যেক স্থলে পুরুষের পার্শ্বাপার্শ্বী ভাবে দণ্ডায়মান হইয়া দাম্পত্য-জীবন এবং মানব-সমাজকে পূর্ণ ভাবে গঠিত এবং কর্ম্মঠ করিয়া তুলিবে।

মহোদয়গণ! এক্ষণে আমি আপনাদিগের চক্ষে অঙ্গুলী নির্দ্দেশ করিয়া মহাপুরুষের প্রেরিতত্ব অথবা এস্‌লামের মূলেই সর্ব্বপ্রথমে স্ত্রী-শক্তি এবং স্ত্রী-প্রতিভার প্রাদুর্ভাব দেখাইতেছি। (মহা আনন্দ-ধ্বনি)

মহোদয়গণ! একবার চিন্তা করুন, অতীত ইতিহাসের দিকে উন্মীলিত চক্ষুতে দৃষ্টি করুন—দেখুন—মহাপুরুষ মোহাম্মদ (দঃ) যখন দৈববাণী শ্রবণ করিয়া ভীত এবং মুহ্যমান হইয়া পড়িয়াছিলেন, তখন সেই কঠোর সময়ে সুশিক্ষিতা সদ্‌গুণশালিনী প্রাতঃস্মরণীয়া মহামনস্বিনী হজরত খোদেজা দেবী ব্যতীত কোন্ পুরুষ হজরতকে প্রেরিতত্বে বিশ্বাস করাইতে পারিয়াছিলেন? (হিয়ার! হিয়ার!)

মহোদয়গণ! সেই মূর্খতা এবং নিরবচ্ছিন্ন বিষম শত্রুতার যুগে কে তাঁহাকে সর্ব্বপ্রথমে পয়গম্বর বলিয়া স্বীকার এবং দৃঢ় ভাবে বিশ্বাস করিয়াছিলেন? (আনন্দ-ধ্বনি)

মহোদয়গণ! আপনারা কি কেহ দৃঢ়ভাবে সত্যতার সহিত বলিতে পারেন যে, খোদেজা দেবীর ন্যায় সুশিক্ষিতা

সদ্‌গুণশালিনী মহিলার সাহায্য এবং উপদেশ ও আশ্বাস না পাইলে, মহাপুরুষের জীবনের প্রভাব ও ঔজ্জ্বল্য এমনি অক্ষুণ্ণ এবং পূর্ণভাবে ফুটিয়া উঠিত ?

সভাবৃন্দ ! সুদূর অতীতের অন্ধ গহ্বর হইতে যদিও দেখাইবার বিশেষ কোনও উপায় নাই ; তথাপি মনে হয় যে, প্রাতঃস্মরণীয়া খোদেজা দেবীর সুশিক্ষা এবং সমুন্নত জীবনের প্রভাব ও কার্য্যকারিতা মহাপয়গম্বরের জীবনে নিতান্ত ন্যূন হইবে না। (আনন্দ-ধ্বনি)

সভ্যবৃন্দ ! আমার বেশ মনে পড়িতেছে যে, প্রাচীন কালে কোনও তাপসকে স্ত্রীজাতির গুণ কীর্ত্তন করিতে শুনিয়া কোনও লোক বলিয়াছিলেন যে, "স্ত্রীলোকেরা যদি পুরুষ অপেক্ষা হীন না হয়, তাহা হইলে তাহাদের মধ্যে কেহ পয়গম্বররূপে জন্মগ্রহণ করেন নাই কেন ?" তাপস-প্রবর উত্তর করিয়াছিলেন যে, "সত্য বটে তাহাদের মধ্যে পয়গম্বর জন্মগ্রহণ করেন নাই ; কিন্তু পুরুষকুলে যেমন ঈশ্বরদ্রোহী মহাপাষণ্ড নমরুদ, ফেরাউন সাদ্দাদ কারুণ ইত্যাদি শয়তানগণ জন্মগ্রহণ করিয়াছিল ; পবিত্র রমণী-কুলে তেমন কেহ জন্মিয়াছে কি ?" (আনন্দসূচক কলরব)

মহোদয়গণ ! পুরুষেরা কঠোরতা এবং বীরত্বে শ্রেষ্ঠ হইলে, রমণীগণ কোমলতা এবং সহিষ্ণুতায় পুরুষাপেক্ষা

নিশ্চয়ই শ্রেষ্ঠ। (হিয়ার ! হিয়ার !) সুতরাং বিচার করিতে গেলে স্ত্রীলোকেরা কখনও পুরুষাপেক্ষা হীন নহেন। রমণী-কুল উপযুক্ত শিক্ষা পাইলে প্রত্যেক বিষয়েই পুরুষের সহিত সমকক্ষতা করিতে পারে। (হিয়ার ! হিয়ার !)

(আমরা পাশবিক শক্তিবলে তাঁহাদিগের শিক্ষা ও স্বাধীনতার পথ বন্ধ করিয়াছি বলিয়াই, তাঁহারা বিদ্যা বুদ্ধি এবং প্রতিভা প্রদর্শনক্ষেত্রে নিতান্তই পশ্চাদ্বর্ত্তিনী হইয়া রহিয়াছেন। আরব জাতির অভ্যুত্থানের ইতিহাসে দেখিতে পাই, বীর্য্যবতী আরব-রমণীরা বহু যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত থাকিয়া ভুজবীর্য্যবলে সমরবিজয়ে পুরুষদিগকে সাহায্য করিয়াছেন। বোধ হয়, ঐতিহাসিকতত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তিবৃন্দ মুক্ত-কণ্ঠে স্বীকার করিবেন যে, ইয়ারমুকের বিষম যুদ্ধে মুসল-মানদিগের বিজয় লাভের গৌরব অধিকাংশই রমণীকুলের প্রাপ্য।) (হিয়ার ! হিয়ার !)

মহোদয়বৃন্দ ! উন্নতিযুগের ইতিহাস আলোচনা করিলে দেখিতে পাইবেন যে, ইউরোপ এবং আফ্রিকা বিজয়ের বহু যুদ্ধেই মুসলমান মহিলাগণ কেবল যে, যুদ্ধক্ষেত্রে আহত যোদ্ধাদিগের সেবা শুশ্রূষা করিবার জন্য দলবদ্ধ হইয়া গমন করিতেন, তাহা নহে ; প্রয়োজন হইলে তাঁহারা অস্ত্র চালনা এবং সমর-কৌশল দেখাইতে কুণ্ঠিত হইতেন না।

রাজনৈতিক ক্ষেত্রে প্রাতঃস্মরণীয়া জোবেদা খাতুন, সম্রাজ্ঞী আজ্‌ জোহরা, সোলতানা রাজিয়া, চাঁদ সোলতানা প্রভৃতি বহু রমণীর নামোল্লেখ করা যাইতে পারে; যাঁহারা পুরুষদের সহিত সর্ব্বতোভাবে সমকক্ষতা করিয়াছিলেন। (হিয়ার ! হিয়ার !)

সুতরাং মাতৃজাতি সুশিক্ষিতা হইলে যে, পুরুষজাতির ন্যায়ই জ্ঞান বিদ্যা প্রতিভা ও বীরত্ব দেখাইতে সমর্থ হইবেন এবং তদ্দ্বারা সমাজ সমুন্নত এবং তেজঃসম্পন্ন হইবে তাহাতে আর সন্দেহ কি ? (করতালি-ধ্বনি)

মহোদয়গণ ! আমি যখন চিন্তা করি যে, সমাজের এক অর্দ্ধ—শিক্ষিত এবং মার্জ্জিত হইতেছে; আর অর্দ্ধ—পরন্তু উত্তম অর্দ্ধাঙ্গ (Better half) অশিক্ষিত, অমার্জ্জিত এবং বিকল রহিয়া যাইতেছে ; তখন ইহা দ্বারা সমাজের অধঃ-পতনই সূচিত হইতেছে বলিয়া বোধ হয়। (শেম্ ! শেম্ !)

মহোদয়মণ্ডলি ! আমরা এখন সমাজের উন্নতি চিন্তায় বিভোর হইয়া উচ্চ উচ্চ কল্পনা এবং প্রমুক্ত হিতৈষণায় প্রমত্ত হইয়া বাদানুবাদ এবং তর্কবিতর্কে বহিঃপ্রাঙ্গণ মুখরিত করিয়া তুলি, আমাদের রমণীকুল তখন অন্তঃপুরের অন্ধ কোটরে অজ্ঞানতা এবং মূর্খতার গান গাহিয়া অথবা অলঙ্কার ও পান-চূর্ণ লইয়া মহা কোলাহল উপস্থিত করিয়া থাকে !!

আমরা যখন দূরবীক্ষণ-যোগে আকাশের গ্রহ-নক্ষত্রাদির গণনা করিয়া থাকি, আমাদের মহিলাকুল হয়ত তখন দুই টাকার পয়সার গণনাতে অথবা ঘড়ীর অঙ্ক ঠিক করিতে বিষম বিব্রত হইয়া পড়েন !! এমন বিসদৃশ এবং ভয়ানক অবস্থা আমাদের হতভাগ্য সমাজ ব্যতীত আর কোন্ সমাজে দৃষ্ট হইয়া থাকে ? (শেম্ ! শেম্ !)

মহোদয়গণ ! আমি বেশ অবগত আছি যে, স্ত্রীজাতিকে সুশিক্ষিত করিলে আপনাদের অনেকের স্বাধীনতা অথবা উচ্ছৃঙ্খলতা সঙ্কুচিত হইবে। (হাস্য)—অনেকের অনেক সুবিধা নষ্ট হইবে। এই যে, আপনাদের অনেকেই এক্ষণে সহস্র সহস্র টাকা দেয়েনমোহর বাঁধিয়া বিবাহ করিয়াছেন এবং করিতেছেন, অথচ দিবার বেলায় কাণা কড়িও দিতেছেন না ;—এই যে, আপনাদের অনেকেই এখন সতী সাধ্বী স্ত্রীকে দূরে রাখিয়া ধর্ম্ম এবং নীতির মাথা খাইয়া এদিকে সেদিকে বেড়াইয়া বেড়ান এবং উঁকি ঝুঁকি দিয়া থাকেন ; এই যে, আপনারা বাহিরে অন্যের নিকট হইতে জুতা গুঁতা লাথী এবং কাণমলা খাইয়া অন্তঃপুরে যাইয়া স্ত্রীলোকদিগের নিকট বীরত্বের একশেষ প্রদর্শন করিয়া থাকেন ; —অবশ্য তাঁহাদিগকে সুশিক্ষিত করিলে আপনাদিগের এই সমস্ত চিররুচি স্বার্থে সত্য সত্যই আঘাত পড়িবে। (চতুর্দ্দিকে

উচ্চ হাস্য এবং আনন্দ-ধ্বনি) তজ্জন্য আমি আপনাদের সহিত সমবেদনা জানাইতেছি। (উচ্চ হাস্য) কিন্তু তথাপি জানিয়া রাখুন যে, তাঁহাদের সুশিক্ষার বন্দোবস্ত করিতে সম্মত না হইলে কিছুতেই আমি আপনাদিগকে আমার এই বক্তৃতার শৃঙ্খল-বন্ধন হইতে মুক্তি দিতে পারিতেছি না। (আনন্দ-ধ্বনি)

মহোদয়গণ! সত্যই যদি আপনারা সমাজের হিতসাধনে এবং উন্নতি সন্দর্শনে উৎসাহিত এবং ব্যগ্র হইয়া থাকেন, তাহা হইলে সর্ব্বাগ্রে মহিলাদিগের সুশিক্ষার জন্য সুবন্দোবস্ত করুন। (হিয়ার! হিয়ার!)

মহোদয়গণ! প্রেরিত পুরুষকে কেহ জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, "পুত্র-কন্যাদিগকে কোন্ বয়সে শিক্ষা দেওয়া কর্ত্তব্য?" মহাপুরুষ বলিয়াছিলেন, "সন্তানের জন্মগ্রহণের পঁচিশ বৎসর পূর্ব্বে।" জিজ্ঞাসু ব্যক্তি বিস্মিত এবং স্তম্ভিত হইয়া বলিলেন, "এ কিরূপ কথা?" মহাপুরুষ বলিলেন "ইহাই যথার্থ কথা। সন্তানের জন্মগ্রহণের পঁচিশ বৎসর পূর্ব্বে অর্থাৎ সন্তানের জন্মগ্রহণ করিবার পূর্ব্বে তাহার পিতা-মাতাকে বাল্যকাল হইতে সুশিক্ষিত করা উচিত।" (আনন্দ-ধ্বনি)

মহোদয়গণ! সুশিক্ষিতা এবং সমুন্নতচরিত্রা মাতার গর্ভ

ব্যতীত কখনও প্রতিভাশালী মহাজন জন্মগ্রহণ করিতে পারে না, ইহা প্রাকৃতিক বিধান। (হিয়ার ! হিয়ার !) এজন্যই আপনারা দেখিতেছেন যে, আমাদের সমাজে যদিও বৎসর বৎসর শিক্ষিত লোকের সংখ্যা বৃদ্ধি পাইতেছে বটে ; কিন্তু তীক্ষ্ণবুদ্ধি, প্রতিভা এবং কর্ম্মঠতা বড় কিছু দেখিতে পাওয়া যাইতেছে না। (শেম্ ! শেম্ !) আপনারা অখণ্ড জগতের মহাপুরুষদিগের জীবনী পাঠ করিয়া দেখুন —দেখিতে পাইবেন—প্রত্যেকের জীবনেই জননীর শিক্ষা এবং প্রভাব কেমন আশ্চর্য্য ভাবে কার্য্যকরী হইয়াছিল ! (হিয়ার ! হিয়ার !)

মহোদয়গণ ! আয়ুর্ব্বেদ এবং তেবের কেতাব পাঠ করিয়া দেখুন—আধুনিক জগতের তত্ত্ববিদ্ ডাক্তারগণকে জিজ্ঞাসা করিয়া দেখুন, সকলেই মুক্তকণ্ঠে বলিবেন যে, সন্তান যখন মাতৃগর্ভে ভ্রূণের অবস্থায় অবস্থান করে, তখন যেমন মাতৃরক্তে সন্তানের শরীর পুষ্ট হইতে থাকে, সেইরূপ মাতার মনের মতিগতি এবং চিন্তা ও কল্পনা দ্বারা সন্তানের মন ও স্বভাব গঠিত হয়। এজন্যই একমাতৃগর্ভে জন্মগ্রহণ করিলেও মায়ের মতিগতি এবং চরিত্রানুযায়ী সন্তানের ভিতরে পার্থক্য পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে। সুতরাং মাতা যত্ন এবং চেষ্টা করিলে আপনার ইচ্ছানুরূপ বীর, ধীর, কর্ম্মী,

সাধু এবং প্রতিভান্বিত সন্তান প্রসব করিতে পারেন। (আনন্দ-ধ্বনি) এজন্যই মহাপয়গাম্বর বলিয়াছেন যে, "মায়ের চরণতলে সন্তানের বেহেশ্‌ত।" এই মহাবাক্যের তাৎপর্য্য এই যে, আদর্শ মাতার আদর্শ জীবন ও উপদেশই কেবল সন্তানকে স্বর্গরাজ্যের অধিকারী করিতে পারে।

মহোদয়গণ! আপনারা অনেকে হয়ত প্রতিভা জিনিসটিকে বিধাতার হস্তের বিশেষ দান বলিয়া মনে করিয়া থাকেন; কিন্তু আমি প্রতিভাকে সুশিক্ষিতা মাতার অর্জ্জিত সম্পত্তি বলিয়া মনে করি। পৃথিবীতে যে সমস্ত বীরপুরুষ, মহাপুরুষ এবং খ্যাতনামা মহাত্মগণ জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহাদের জীবন বিশ্লেষণ করিলে সকলেই দেখিতে পাইবেন যে, তাঁহাদের জীবনের মূলে প্রধানতঃ মাতার শিক্ষা দীক্ষা এবং প্রভাব ও চরিত্র জীবনের বিকাশে রাসায়নিক ক্রিয়া সাধন করিয়াছিল। মহোদয়গণ! আমি দৃষ্টান্তস্বরূপ, নেপোলিয়নের কথা সকলের সুপরিচিত বলিয়া, তাহাই উল্লেখ করিতেছি। নেপোলিয়ন ফ্রান্সের ভীষণ রাষ্ট্রবিপ্লবের যুগে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার জননী এবং জনক সর্ব্বদা রাষ্ট্রবিপ্লব যুদ্ধ এবং বীরত্বের কাহিনী তাঁহার ভ্রূণাবস্থায় আলোচনা করিতেন। তাঁহার মাতা তাঁহাকে গর্ভে ধারণকালীন কখনও উত্তাল তরঙ্গমালা-সমাকুলিত-

সমুদ্র-বক্ষে নৌযানসাহায্যে, কখনও অশ্বপৃষ্ঠ বা পদব্রজে উত্তুঙ্গ গিরিশৃঙ্গে নানা কারণে ছুটাছুটি করিয়া বেড়াইতেন। আবার তাঁহার ভূমিষ্ঠ হওয়াকালীন তাঁহার জননী তাঁহাকে ইলিয়াড্ কাব্যে বর্ণিত ট্রয় যুদ্ধের মহাবীরদিগের চিত্র অঙ্কিত এক বস্ত্রমণ্ডিত অবস্থায় প্রসব করেন। মহোদয়গণ! এমন মায়ের এমন অবস্থায় ছেলে যদি উত্তরকালে ইউরোপ-ত্রাস বীরচূড়ামণি বোনাপার্ট না হয়, তবে আর কোন্ জননীর ছেলে বোনাপার্ট হইবে? (আনন্দ-ধ্বনি) এইরূপ মিসর-বিজয়ী মহাবীর মোহাম্মদ আলী পাশার জীবনে তাঁহার মাতার তেজস্বিতা, সাহস এবং বীর্য্যানুরাগিতার বিদ্যমানতা দেখিতে পাওয়া যায়।

মহোদয়গণ! অধুনা সকল বিষয়েই আমরা ঘোরতর অদৃষ্টবাদী হইয়া পুরুষকার, যত্ন এবং অধ্যবসায়কে দূরে নিক্ষেপ করিয়াছি। মূর্খতাই আমাদিগকে হিন্দুদিগের ন্যায় অদৃষ্টবাদী করিয়া হীনতার পঙ্কে নিমজ্জিত করিয়াছে। কি আশ্চর্য্য! যে জাতির ধর্ম্মশাস্ত্র গভীর রবে ঘোষণা করিতেছে যে, 'লায়ছা লেল্ এন্ছানে এল্লা মাছা" অর্থাৎ যত্ন চেষ্টা ব্যতীত মানুষের জন্য কোনও পুরস্কার নাই।

আশ্চর্য্য ব্যাপার! আজ সেই মহাকর্ম্মী জলন্ত অধ্যবসায়ী

বিজ্ঞানবাদী জাতি, তক্‌দির বা অদৃষ্টের অন্ধভক্ত হইয়া দিন দিন অবনতির তাহাতাচ্ছায়ায় পতিত হইতেছে।

সাহেবগণ! মানবের যে 'প্রতিভা' স্বর্গের বিশেষ দান বলিয়া কথিত হয়, তাহা অর্জ্জনের শক্তিও বিশ্বপিতা আল্লাহ-তায়ালা আমাদিগকে প্রদান করিয়াছেন। গর্ভধারণের প্রথম হইতেই মাতার মনে উচ্চশ্রেণীর সন্তান লাভের কল্পনা ও চিন্তা প্রবেশ করাইয়া দেওয়া আবশ্যক। তৎপর গর্ভসঞ্চারের প্রথম মুহূর্ত্ত হইতেই পিতামাতা সন্তানকে যেরূপ গুণ বা বিদ্যায় পটু দেখিতে চাহেন, সেইরূপ বিদ্যা বা জ্ঞানের অনুশীলন ও আলোচনা করা মাতার পক্ষে একান্ত আবশ্যক। ইহার নিগূঢ় তত্ত্ব আমি আরও খোলাসারূপে বর্ণন করিতেছি।

কবি-সন্তান লাভ করিতে হইলে, মাতার কর্ত্তব্য এই যে, সর্ব্বদা উৎকৃষ্ট কবিদিগের কাব্য পাঠ এবং আলোচনা করেন।

দার্শনিক সন্তান লাভ করিতে হইলে, মাতার কর্ত্তব্য যে, সর্ব্বদা দার্শনিক গ্রন্থ পাঠ এবং দার্শনিক সূত্র ও সিদ্ধান্ত-সমূহ লইয়া গভীর আলোচনা করেন।

বৈজ্ঞানিক সন্তান লাভ করিতে হইলে, মাতার কর্ত্তব্য যে, সর্ব্বদা গর্ভবতী অবস্থায় বিজ্ঞানতত্ত্বের বিশদ আলোচনা ও গবেষণা করেন।

স্ত্রী-শিক্ষা

বীর্য্যবান্ ও বলিষ্ঠ সন্তান লাভ করিতে হইলে, মাতার কর্ত্তব্য এই যে, গর্ভের প্রথম হইতেই যথাসম্ভব শ্রমসাধ্য কার্য্য এবং পরিশ্রম করেন।

রণপণ্ডিত সন্তান জন্মাইতে চাহিলে, মাতার কর্ত্তব্য এই যে, বড় বড় বীরপুরুষের জীবনী এবং ভীষণ যুদ্ধের ইতিবৃত্ত সমূহ পাঠ করেন এবং নিজে অস্ত্রচালনা, ব্যূহবিন্যাস, দুর্গ-নির্ম্মাণ প্রভৃতি তত্ত্ব শিক্ষা করেন।

ধার্ম্মিক ও তপস্বী সন্তান জন্মাইতে হইলে, মাতার কর্ত্তব্য এই যে, মাতা সর্ব্বদা দান ধ্যানে এবং নানাপ্রকার ধর্ম্মানুষ্ঠান ব্রত ও সংযমে লিপ্ত থাকেন। তপস্বী এবং দরবেশদিগের জীবনী ও কাহিনী পাঠ ও আলোচনা করেন।

সুন্দর ও রূপবান্ সন্তান চাহিলে, মাতার কর্ত্তব্য যে, গর্ভের আয়োজন হইতেই সুন্দর সুন্দর পুরুষ বা রমণীর রমণীয় চিত্র, সুদৃশ্য পুষ্প, ঊষা ও গোধূলির শোভা, চন্দ্র, নক্ষত্র, উদীয়মান সূর্য্য, সুশোভিত উদ্যান, সুদৃশ্য বিহঙ্গ প্রভৃতি সুন্দর সুন্দর দৃশ্য অবলোকন এবং পর্য্যবেক্ষণ করেন। সৌন্দর্য্যের আদর্শ সম্বন্ধে মানস-পটে এক পরম রমণীয় চিত্র অঙ্কিত করিয়া লয়েন। রমণীয় গৃহে, রমণীয় স্থানে, রমণীয় বেশভূষায় বাস করেন। সর্ব্বদা চিত্ত প্রফুল্ল এবং সন্তুষ্ট রাখেন। কদাপি ঝগড়া বিবাদ না করেন।

এরূপ চেষ্টা করিলে, কুৎসিত এবং বিশ্রী মাতার সন্তানও একান্ত সুন্দর ও সুশ্রী হইবে।

উপরে যে সমস্ত দৃষ্টান্ত দেওয়া হইল, তদনুযায়ী কার্য্য করিলে আদর্শ বীর, মহাযশাঃ, ধীর, বিখ্যাত কবি, অসাধারণ বৈজ্ঞানিক, তীক্ষ্ণবুদ্ধি, পণ্ডিত, মহাতেজা তাপস প্রভৃতি শ্রেণীর সন্তান লাভ করা কাহারও পক্ষে বিচিত্র বা অসম্ভব নহে। অবশ্য সন্তান জন্মগ্রহণের পরেও তাহার জীবনের মৌলিক শক্তি বা প্রতিভা বিকাশের জন্য শিক্ষা, সংসর্গ, দৃষ্টান্ত, আহার ও বাসস্থান সমস্তই অনুকূল হওয়া একান্ত আবশ্যক।

অবশ্য প্রতিভাশালী সুসন্তান লাভ করিতে হইলে পিতাকেও তত্তৎ গুণে আদর্শ হওয়া আবশ্যক।

ফলকথা, সন্তানোৎপাদনে পিতা বীজসদৃশ এবং মাতা ভূমিসদৃশী। উৎকৃষ্ট বীজ, উৎকৃষ্ট সারবান্ জমিতে রোপিত হইলেই তাহা হইতে কালে উৎকৃষ্ট ফলপ্রসূ বৃক্ষের সম্ভব হইতে পারে।

মহোদয়গণ! কেবল মাতৃগর্ভেই সন্তানের জীবনে মায়ের প্রভাব বিস্তারিত হয় না। জন্মগ্রহণের পরেও শৈশবকালে মাতৃ-অঙ্কে যে উপদেশ পাই, এবং সম্মুখে যেরূপ আদর্শ এবং দৃষ্টান্ত দেখি, আমাদের জীবন তদনুকরণে এবং তৎ উপাদানে

গঠিত এবং পরিচালিত হইয়া থাকে। (হিয়ার ! হিয়ার !) মহোদয়গণ ! দৃষ্টান্ত গ্রহণ করুন। আপনাদের কেহই বোধ হয় ভূত-প্রেতের কথায় বিশ্বাস করেন না। বোধ হয়, আমার 'ভূত' শব্দের উচ্চারণেই ভূত প্রেতকে উড়াইয়া দিবার জন্য যুক্তি-তর্কের ফাঁদ ফাঁদিতেছেন !! (উচ্চ হাস্য) কিন্তু আমি এক্ষণে আপনাদিগকেই এক পরীক্ষার ফাঁদে ফেলিতে বাধ্য হইতেছি। (উচ্চ হাস্য) আপনারা ভূত বিশ্বাস করেন না ; ইহা বেশ ভাল কথা। কিন্তু বুকের উপর হাত রাখিয়া বলুন দেখি, অন্ধকার রাত্রিতে একাকী শ্মশানে মশানে বা কবরস্থানে যাইতে সাহসী হইবেন কি ? যুক্তি-তর্কের বেলায় যেমন তেজ দেখাইতে পারেন ; অন্ততঃ সে সময়ে তাহার কিয়দংশ দেখাইতে পারিবেন কি ? (আনন্দ ধ্বনি) মহোদয়গণ ! ঐ দেখুন, আপনাদের অনেকেই অন্ধকার রাত্রি এবং শ্মশানের কথা শুনিয়া কেমন আতঙ্কের আশঙ্কা করিতেছেন ! (উচ্চ হাস্য) মহোদয়গণ ! ইহার কারণ কি সেই বাল্যকালের অশিক্ষিতা ঠাকুর-দিদী এবং নানী ও ফুফী সাহেবাদিগের অমূলক ভূতের গল্প নহে ? (হিয়ার ! হিয়ার !)

মহোদয়বৃন্দ ! আজ ইংরেজ জাতি ক্ষুদ্র দ্বীপের অধিবাসী হইয়াও যে, সমগ্র পৃথিবীতে আধিপত্য এবং প্রভাব বিস্তার

ক্রমতঃ অদ্বিতীয় জাতিতে পরিণত হইয়াছে; ইহার মূল কারণ আপনারা কি নির্দ্ধারণ করেন? অক্সফোর্ড এবং কেম্ব্রিজের উচ্চ শিক্ষাই কি ইহার মূল কারণ? যদি তাহাই হয়, তবে আমরা আজ শত বৎসরের অধিক কাল প্রায় সেই প্রকার শিক্ষাই পাইতেছি; কিন্তু আমাদের ভিতরে তেমন কোন জাতীয় শক্তির বিকাশ দূরে থাক্—উদ্গমও হইয়াছে কি? (হিয়ার! হিয়ার!) মহোদয়গণ! জাতীয়তার মূল শক্তির কারণ তাহার সুশিক্ষিতা মাতৃবর্গ। (হিয়ার! হিয়ার!) ইংরেজ বালক যখন মাতৃগর্ভে অবস্থান করে, তখন হইতে সে মহাপুরুষদের জীবনী এবং বীরদিগের বীরত্ব-কাহিনী শ্রবণ করিতে থাকে। ইংরেজ বালক মাতৃগর্ভ হইতে শুনিতে থাকে:—

> Rule Britania! Rule the waves,
> Britons never shall be slaves.

অর্থাৎ —

> শাসহে ব্রিটনগণ! উর্ম্মিমালা সাগরের,
> হবে না ব্রিটন কভু পরাধীন অপরের।

মহোদয়গণ! এই স্বাধীনতার অপূর্ব্ব গাথা, যাহা ব্রিটন-শিশুগণ ভ্রূণের অবস্থা হইতে শৈশবে মাতৃ-অঙ্কে বসিয়া এবং বালক হইলে মাতৃ-অঞ্চল ধরিয়া শুনিতে থাকে; ইহাই

হইতেছে ইংরেজের প্রভাব এবং প্রাধান্য ও বীরত্বের মূল কারণ। (হিয়ার! হিয়ার!)

মহোদয়গণ! নিশ্চয় মনে রাখিবেন, আমাদের সন্তানগণ যখন মাতৃবর্গের নিকট এবম্প্রকারের বীরত্বকাহিনী এবং জাতীয়-গাথা শুনিতে পাইবে, তখন আমাদের জাতিরও উত্থান হইবে। (হিয়ার! হিয়ার!)

মহোদয়গণ! আরবজাতির অপূর্ব্ব অভ্যুত্থান এবং অসাধারণ জ্ঞানগরিমার বিষয় যাঁহারা আলোচনা করিয়াছেন, তাঁহারা বোধ হয় স্ত্রী-শিক্ষাকে তাহার মূল কারণ না হইলেও অন্যতম প্রধান কারণ বলিয়া স্বীকার করিবেন। (হিয়ার! হিয়ার!) মহোদয়গণ! সত্য বলিতে হইলে, বলা আবশ্যক যে, বোগ্দাদ, কায়রো এবং কর্ডোভায় যখন মুসলমানের সৌভাগ্য-সূর্য্য, উন্নতির নভঃকেন্দ্র আশ্রয় করিয়া চরাচর জগৎকে প্রখর কিরণে উদ্ভাসিত এবং অজ্ঞানান্ধ মূর্খ ইউরোপবাসীর জ্ঞান-চক্ষু উন্মীলিত করিয়া দিতেছিল;—সেই সময় যে সমস্ত অলোক সাধারণ বিদুষী এবং প্রতিভাশালিনী রমণীগণ জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, তাঁহাদের গর্ভজাত সন্তানগণই বিশ্ব মহিমা, জ্ঞানগরিমা এবং উদ্দীপ্ত বীরত্বের নিদর্শনে কালের পটে অক্ষয় স্মৃতিচিহ্ন রাখিয়া গিয়াছেন। (মহা আনন্দ-ধ্বনি) মহোদয়গণ! তখনই

আমাদের সৌভাগ্য এবং গৌরব ষোলকলায় পূর্ণ হইয়া উঠিয়াছিল—যখন বোগদাদে আব্বাসিয়া খলিফাদিগের অধীনে, মিসরে ফাতেমীন্ খলিফাদিগের সময়ে এবং স্পেনে ওম্মিয়া বংশীয় মহামনা খলিফাদিগের শাসনকালে আমাদের রমণীগণ উচ্চ শিক্ষায় শিক্ষিতা এবং জ্ঞান-বিজ্ঞানে পারদর্শিনী হইতেন। (আনন্দ-ধ্বনি)

মহোদয়বর্গ ! যখন আমাদের মহিলাগণ পুরুষদের সহিত বিজ্ঞান এবং দর্শনের আলোচনার প্রতিদ্বন্দ্বিতা-ক্ষেত্রে অবতীর্ণা হইয়া সমকক্ষতা প্রদর্শন করিতেন ; একবার সেই উন্নত যুগের কথা স্মরণ করিয়া এই অধঃপতিত যুগে স্ত্রী-শিক্ষা-বিস্তারে প্রাণপাত করিবেন কি ? মহোদয়গণ ! সত্যই কি সে যুগ আর ফিরিবে না, যে যুগে আমাদের মহিলাগণ "দারুল হেকমৎ" এবং "মজলেস-অল্ মাআরেফ" অর্থাৎ বিজ্ঞানাগার এবং বিজ্ঞানালোচনা-সমিতিতে শিক্ষা লাভ করিবার এবং বাদানুবাদ করিবার সুযোগ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন ? মহোদয়গণ ! আমি বুঝিতে পারি না যে, যে জাতি একদিন স্ত্রী-শিক্ষার জন্য অদম্য অনুরাগ এবং অসাধারণ যত্ন প্রদর্শন করিয়াছিলেন, সে জাতি আজ স্ত্রী-শিক্ষার নামে সারমেয়-তাড়িত শজারুর ন্যায় ভীতিকণ্টকিত নিরুৎসাহ এবং নিরুদ্যম কেন ? (শেম্ ! শেম্ !) মহোদয়গণ ! এককালে

আমাদের মধ্যে কীদৃশী উচ্চ শ্রেণীর বিদুষী মহিলাগণ আবির্ভূত হইয়া পৃথিবীকে অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন ; তাহা জ্ঞাপনের জন্য আমি গৌরব-যুগের ইতিহাসের নিভৃত কক্ষ হইতে কতিপয় প্রতিভাশালিনী মহিলার বিবরণ ও নামোল্লেখ করিতেছি। (আনন্দ-ধ্বনি)

১। খলিফা মোক্তাদিরবিল্লার মাতা বোগদাদের হাই-কোর্টের চীফ জষ্টিস্ অর্থাৎ কাজী-উল কোজ্জাতের কার্য্য করিতেন। আইনে তাঁহার অসাধারণ প্রতিভা এবং আশ্চর্য্য সূক্ষ্মদর্শিতা পরিলক্ষিত হইত।

২। খলিফা মনসুরের দুই ভগিনী সামরিক বিদ্যায় আশ্চর্য্যরূপে সুশিক্ষিতা হইয়াছিলেন। কনষ্টাণ্টিনোপলে গ্রীকদিগের সহিত যুদ্ধে ইঁহারা একবার বোগদাদের বাহিনীর উচ্চশ্রেণীর পরিচালিকা পদে অভিষিক্ত হইয়াছিলেন।

৩। ওবায়দা খাতুন বোগদাদের সুপ্রসিদ্ধ কবি এবং গায়িকা ছিলেন। রাগ-রাগিণীতে তাঁহার অসাধারণ নৈপুণ্য ছিল।

৪। খলিফা মোতাওয়াকেল বিল্লার সময় ফজল নাম্নী একজন অসাধারণ প্রতিভাশালিনী কবি রমণীর বিবরণ দেখিতে পাওয়া যায়। ইনি কবিত্বে বোগদাদের পুরুষ কবিগণকেও পরাস্ত করিয়াছিলেন।

৫। হিজরী ৬ষ্ঠ শতাব্দীতে সুপ্রসিদ্ধ শেখগুদা বোগদাদে আবির্ভূতা হন। ইনি খলিফার সর্ব্বপ্রধান কলেজে ইতিহাস এবং হাদিসের প্রফেসার ছিলেন।

৬। ষষ্ঠ শতাব্দীর একজন চিরস্মরণীয়া বিদুষী মহিলা—জয়নব-ওম্মে-অন্‌মোয়াইদ; ইনি রাজকীয় কলেজে আইনের প্রফেসার ছিলেন।

৭। প্রাতঃস্মরণীয় মহামতি সালাহুদ্দিনের রাজত্বে কায়রো নগরীতে তাকিয়া খাতুন আবির্ভূতা হন; হাদিসে এবং কাব্যে ইনি অসাধারণ পাণ্ডিত্য লাভ করিয়াছিলেন। ইনি কোরাণ শরিফের একখানি মূল্যবান্ তফসীর বা ভাষ্য রচনা করিয়াছিলেন।

৮। হাসানা অল-এতিমা বিন্তে আবুহাসান এবং ওম্মে-অল্ উনা এই দুই বিদুষী রমণী ষষ্ঠ শতাব্দীতে স্পেনে জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহারা উভয়ে সাহিত্যবিদ্, বিজ্ঞানানুরাগিণী এবং কবি ছিলেন। স্পেনের রাজকোষ হইতে ইঁহারা প্রত্যেকে সহস্র মুদ্রা করিয়া বৃত্তি পাইতেন।

৯। উম্মত অল্-আজিজ-অশ্-শরিফা এবং আল্-গাসানিয়া, ইঁহারা স্পেনে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। ইঁহারা বিজ্ঞান এবং দর্শনের প্রত্যেক শাখায় ব্যুৎপন্না ছিলেন। স্পেনের বহু পণ্ডিত ইঁহাদের শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়া গৌরবা-

ষিত হইয়াছিলেন। ইঁহারা উভয়ে বিজ্ঞান দর্শন বিষয়ে মূল্যবান্ সত্তরখানি গ্রন্থ লিখিয়া গিয়াছেন।

১০। অল্‌আরাজীয়া, ইনি আরবা ব্যাকরণের সংস্কর্ত্রী। ইনি কবিত্বে এবং সাহিত্যে সকলকে চমকিত করিয়াছিলেন।

১১। হাফসাঅর-রুকুনিয়া আল্‌মোয়াহেদদিগের রাজত্বে প্রাদুর্ভূতা হন। ইনি প্রসিদ্ধ কবি এবং ঔপন্যাসিক ছিলেন।

১২। হামদুনের কন্যা প্রসিদ্ধা হাফসা হিজরী চতুর্থ শতাব্দীতে আবির্ভূতা হন। ইনি নানা শাস্ত্রে অসাধারণ পাণ্ডিত্য লাভ করিয়াছিলেন। চিকিৎসা বিদ্যায় ইঁহার যথেষ্ট খ্যাতি ছিল।

১৩। জয় নব-অল্‌-মারবিয়া এবং মরিয়ম কর্ডোভার স্ত্রী-কলেজের ব্যাকরণ এবং দর্শন শাস্ত্রের অধ্যাপক ছিলেন।

১৪। আন্‌সা-অল আমারিয়া এবং প্রসিদ্ধ বিচারপতি আবু মোহাম্মদ আব্দুল হকের কন্যা উম্মে-অল-হীনা ইঁহারা উভয়ে কবি, ঐতিহাসিক এবং আইনের ব্যাখ্যয়িত্রী ছিলেন। রাজকোষ হইতে ইঁহারা বৃত্তি প্রাপ্ত হইতেন।

১৫। বাহজা, ইনি স্পেনে জন্মগ্রহণ করেন। ইনি নানা শাস্ত্রে সুপণ্ডিত ছিলেন। পরন্তু ইউরোপ ও আফ্রিকার

বহু দেশ পর্য্যটন করিয়া ইনি তৎসমুদয়ের বিশদ বৃত্তান্ত লিপিবদ্ধ করত রাজদরবার হইতে উপাধি এবং পুরস্কার প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

১৬। স্পেনের অন্যতম খলিফা মোহাম্মদ অল্‌মোস্তাকীন্ বিল্লার কন্যা প্রাতঃস্মরণীয়া সুপ্রসিদ্ধ ওয়ালেদা খাতুন; তাঁহার সময়ে বক্তৃতা-শক্তিতে সকলকেই নিষ্প্রভ করিয়াছিলেন! সর্ব্বশাস্ত্রে ইঁহার গভীর পারদর্শিতা ছিল। ইনি জ্ঞানানুশীলন এবং মানবজাতির সেবা শুশ্রূষা করিবার ব্যাঘাত হইবে বলিয়া আলমগীর-কন্যা পূজনীয়া জেবন্নেসার ন্যায় সমস্ত জীবন কুমারী অবস্থায় অতিবাহিত করিয়াছিলেন। ইনি নানা বিষয়ে বহু মূল্যবান্ গ্রন্থ লিখিয়া গিয়াছেন। ৪৮০ হিজরীতে এই প্রাতঃস্মরণীয়া বিদুষী রাজকন্যা গতাসু হন। ইঁহার মৃত্যুতে সমস্ত সাম্রাজ্যে শোকতরঙ্গ প্রবাহিত হইয়াছিল। (আনন্দ-ধ্বনি)

মহোদয়গণ! আমি আর অধিক নাম উল্লেখ ও পরিচয় প্রদান করিয়া আপনাদিগকে বিরক্ত করিতে চাহি না। মুসলমান-মহিলারা এককালে কিরূপ উচ্চ শিক্ষায় শিক্ষিতা হইতেন, তাহাই প্রদর্শনার্থ আমি মাত্র কতিপয় মহিলার পরিচয় প্রদান করিলাম। মহোদয়গণ! যে শ্রেণীর বিদুষী রমণীবৃন্দের কথা উল্লেখ করিয়াছি, এই শ্রেণীর আরও শত

শত প্রতিভাশালিনী রমণীর বিবরণ এবং উজ্জ্বলগৌরবে প্রাচীন ইতিহাসের পৃষ্ঠাগুলি আলোকিত হইয়া রহিয়াছে। আর সাধারণ ও উচ্চ শিক্ষিতা মহিলার সংখ্যা নির্দ্দেশ করা সুকঠিন। কারণ, তৎকালে স্ত্রী-শিক্ষায় মুসলমান জগতের বিশেষ আগ্রহ এবং যত্ন ছিল। মহোদয়গণ! খলিফা হাকিমের সময়ে একমাত্র স্ত্রী-শিক্ষার জন্য স্পেন সাম্রাজ্যে ১২টী কলেজ এবং ৭৫টি উচ্চ বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত ছিল। পুণ্যশ্লোক সালাহুদ্দিনের এক ভগিনী জেরুজালেমে স্ত্রী-শিক্ষার জন্য এক কলেজ স্থাপন করিয়াছিলেন। দিগ্বিজয়ী তাইমুরলঙ্গের সহধর্ম্মিনী প্রাতঃস্মরণীয়া বিদ্যোৎসাহিনী বিবি খানম সমরকন্দে এক আদর্শ বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করিয়াছিলেন। উহার বিরাট্ ও বিপুল ধ্বংসস্তূপ আজও পর্য্যটক-দিগের মনে বিস্ময় জন্মাইতেছে। (হিয়ার! হিয়ার!)

প্রাতঃস্মরণীয় খলিফা আব্দররহমান আজমের সময়ে এক কর্ডোভা নগরীতেই কলেজের শেষ পরীক্ষায় উত্তীর্ণা উপাধিপ্রাপ্তা মহিলার সংখ্যা ৫৩৭০ জন ছিল। (আনন্দ-ধ্বনি) এইরূপ বোগদাদ, কায়রো, কায়রোয়ান ইত্যাদি মহানগরীতে বিদুষী মহিলার সংখ্যা বাহুল্য পরিদৃষ্ট হয়।

মহোদয়গণ! আমাদের ভারতবর্ষে যদিও স্ত্রী-শিক্ষা কোনও দিন স্বাধীন ভাবে উন্নতি লাভ করিবার সুবিধা

পায় নাই ; তথাপি তৎকালে মুসলমানদিগের অন্তঃপুরে শিক্ষার আলোক উচ্চ শ্রেণীর সর্ব্বত্রই প্রবেশ লাভ করিয়াছিল। ভারতের গৌরবযুগের ইতিহাসের সহিত সোলতানা রাজিয়া, নূরজাহান, চাঁদসোলতানা, জেবন্নেসা, জাহাঁনারা, গুলবদন দৌলতন্নেসা প্রভৃতি প্রাতঃস্মরণীয়া মহিলাবৃন্দের গৌরবময়ী স্মৃতি চিরবিজড়িত রহিবে। নূরজাহানের এবং সোলতানা রাজিয়ার প্রতিভা এবং রাজনৈতিক জ্ঞানের তুলনা কোথায় ? জাহাঁনারা এবং জেবন্নেসার জ্ঞানানুরাগ এবং পাণ্ডিত্য চিরস্মরণীয় ! (আনন্দ-ধ্বনি)

মহোদয়গণ ! আমি আশা করি, আপনারা অতীত যুগের এই সমস্ত গৌরব-বাহিনী স্ত্রী-শিক্ষার উজ্জ্বল কাহিনী এবং সুধাময় ফলে প্রলুব্ধ এবং আকৃষ্ট হইয়া এ যুগেও স্ত্রী-শিক্ষা-বিস্তারে প্রাণপাত করিবেন। (হিয়ার ! হিয়ার !)

মহোদয়গণ ! নিশ্চয় মনে রাখিবেন,—

না জাগিলে আর মোস্লেম-ললনা
পতিত সমাজ আর উঠিবে না।

মহোদয়গণ ! আমি শুনিয়াছি, যে সমস্ত উচ্চ পর্ব্বতশৃঙ্গে রেলগাড়ীর পথ নির্ম্মাণ করা হইয়াছে, সে সমস্ত গিরিশৃঙ্গে ট্রেণগুলি যখন সরলভাবে উঠিতে থাকে ; তখন কেবল সম্মুখের ইঞ্জিন তাহাদিগকে উপরে আকর্ষণ করিতে পারে

না। এজন্য পশ্চাতেও একখানি ইঞ্জিন জুড়িয়া দেওয়া হয়। নীচের ইঞ্জিনখানি ট্রেণগুলিকে ধাক্কা বা শক্তি প্রয়োগ করিয়া উপরে ঠেলিয়া দিতে চেষ্টা করে; আর তখন উপরের ইঞ্জিনখানি অনায়াসে গাড়ীগুলিকে উপরের দিকে পরিচালিত করিতে সমর্থ হয়। সেই প্রকার যদি আমরা আমাদের সমাজরূপ ট্রেণখানিকে উন্নতির উচ্চতম শৃঙ্গে সত্য সত্যই সমারূঢ় করিতে চাহি; তাহা হইলে কেবল উপরিভাগে পুরুষ সমাজ ইহাকে আকর্ষণ করিলে কখনই ইহা উপরে উত্থিত হইতে পারিবে না, যে পর্য্যন্ত নিম্ন দেশ হইতে মাতৃশক্তিরূপ ইঞ্জিন ইহাকে সবলে উপরে ঠেলিয়া না দিতেছে। (মহা আনন্দ-ধ্বনি)

মহোদয়গণ! আমরা মানব-সমাজকে যদি পক্ষী কল্পনা করি, তাহা হইলে তাহার এক পক্ষ পুরুষ এবং অপর পক্ষ স্ত্রী স্বীকার করিতে হয়। আমরা উভয় পক্ষকে তুল্যরূপে উড্ডয়ন-ক্ষম করিতে না পারিলে, সমাজ বা জাতিরূপ বিহঙ্গটী কিরূপে কেবল উড্ডয়ন-ক্ষম পুরুষ-পক্ষের উপর নির্ভর করিয়া সৌভাগ্য-আকাশে উড্ডীয়মান হইবে?

ভদ্রমণ্ডলি! মনে রাখিবেন, বর্ত্তমানে যাঁহারা এই বিরাট্ মুসলমান-সমাজে স্ত্রী-শিক্ষা-বিস্তারে প্রয়াস পাইবেন, যাঁহারা স্ত্রীজাতিকে মূর্খতা, সঙ্কীর্ণতা এবং কুসংস্কারের অন্ধকূপ হইতে

উদ্ধার করিয়া জ্ঞান, পুণ্য, পবিত্রতা এবং জাতীয় জীবন গঠনের উচ্চ উদার প্রমুক্ত ও উজ্জ্বল ভূমিতে আনিয়া স্থাপন করিবেন, তাঁহাদের দ্বারাই আমাদের ধর্ম্ম, সমাজ-চরিত্র বিশেষরূপে আলোকিত এবং গৌরবান্বিত হইবে। তাঁহারাই ইস্লামের প্রকৃত সেবক হইবেন। তাঁহারাই করুণাময় পরমেশ্বরের প্রকৃত আজ্ঞাবহ এবং প্রেরিত মহা-পুরুষের যথার্থ অনুচর। ভবিষ্যৎ পুরুষের নিকট তাঁহারা প্রাতঃস্মরণীয় এবং দেবলোকে তাঁহারা অভিনন্দিত হইবেন। মহোদয়গণ! মহাপুরুষ মোহাম্মদের (দঃ) পবিত্র জীবনী আলোচনা করিলে সুস্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, জগতে তাঁহার অপেক্ষা শিক্ষানুরাগী ব্যক্তি আর কেহ জন্মগ্রহণ করেন নাই। শিক্ষার আবশ্যকতা এবং সুফল সম্বন্ধে তিনি যে সমস্ত মহার্হ উক্তি করিয়া গিয়াছেন, এ পর্য্যন্ত তাহা অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর সারগর্ভ উক্তি আর কেহ করিতে পারেন নাই।

প্রাচীন দার্শনিক পণ্ডিতগণ দূরে থাকুক—আধুনিক জগতের নবযুগপ্রবর্ত্তক প্রাতঃস্মরণীয় মহামতি বেকন, কাণ্ট কোমৎ, মিল, কার্লাইল, ইমার্সন রস্কিন সোপেনহর প্রভৃতি মহাপণ্ডিতগণও শিক্ষা সম্বন্ধে এমন গরীয়সী এবং তেজস্বিনী উক্তি করিতে সমর্থ হন নাই। আমরা এস্থলে

স্ত্রী-শিক্ষা

মহাপয়গাম্বরের শিক্ষা সম্বন্ধীয় অসংখ্য উক্তি হইতে যদৃচ্ছা কয়েকটী উল্লেখ করিতেছি। বিজ্ঞমণ্ডলি! আলোচনা করিলে বুঝিতে পারিবেন যে, এই সমস্ত উপদেশ উক্তি-গুলি শিক্ষা সম্বন্ধে কিরূপ গভীর এবং উন্নত মহিমা-প্রকাশক! (হিয়ার! হিয়ার!)

তিনি বলিয়াছেন:—

"তোমরা জ্ঞানার্জ্জনে সচেষ্ট হও, কেন না যাঁহারা জ্ঞানী, বাস্তবিক পুণ্যবান্ তাঁহারাই।" "যাঁহারা জ্ঞানের চর্চ্চা করেন তাঁহারা জগদীশ্বরেরই মহিমা কীর্ত্তন করেন।" "জ্ঞান আমাদের স্বর্গপথের প্রদীপ, মরুপ্রান্তরে বন্ধু, নির্জ্জনে সঙ্গী, এবং নির্ব্বাসনে পরম সুহৃদ্।" "জ্ঞানই একমাত্র সর্ব্ব সুখশান্তির পথ প্রদর্শনকারী, দুঃখ-দারিদ্র্যের অবলম্বন, বন্ধু-সমাজের অলঙ্কার এবং শত্রুগণমধ্যে রক্ষা-কবচ।" জ্ঞানী ব্যক্তিই জগতে সর্ব্বোচ্চ স্থান অধিকার করেন; মহা-পরাক্রান্ত নরপতিগণ তাঁহারই সৌহার্দ্দলাভার্থ সমুৎসুক হন; এবং তিনিই পরকালে পরম শান্তির অধিকারী হন।" "স্বদেশের জন্য উৎসৃষ্টপ্রাণ নিহত যোদ্ধার (শহিদ) পুণ্য-রক্ত অপেক্ষা পণ্ডিতের ব্যবহার্য্য মসী অধিকতর পবিত্র।" "জ্ঞানান্বেষণে গৃহত্যাগী মহাপুরুষেরা ঈশ্বরের পথে প্রয়াণ করেন।" "যাঁহারা জ্ঞানলাভার্থ দেশ ভ্রমণ করেন,

আল্লাহ্ তাঁহাদিগকে স্বর্গের পথ দেখাইয়া দেন।” “স্রষ্টার সৃষ্টিনৈপুণ্যের বিষয় অল্পক্ষণ আলোচনা করিয়া জ্ঞানী ব্যক্তি ৭০ বৎসরের উপাসনা অপেক্ষাও অধিক পুণ্য উপার্জ্জন করেন।” “সহস্র রজনী দণ্ডায়মান থাকিয়া শুধুই উপাসনা করা অপেক্ষাও কিয়ৎকাল বিজ্ঞান এবং তত্ত্বকথা মনোযোগের সহিত শ্রবণ করা সমধিক গৌরব-জনক।” জ্ঞান ও জ্ঞানী ব্যক্তির সমাদর করিলে, আল্লা-হরই সমাদর করা হয়।” “বিদ্যার জন্য সুদূর চীনদেশ পর্য্যন্ত পরিভ্রমণ কর।” “তোমরা কোনও উষ্ট্রকে যূথভ্রষ্ট দেখিলে, তাহাকে যেমন যত্নের সহিত গ্রহণ কর, দার্শনিক জ্ঞানকেও তেমনি আগ্রহের সহিত অর্জ্জন করিবে।” “কোন্ ব্যক্তি নমাজ পড়ে এবং দীর্ঘকাল উপাসনায় রুকু ও সেজদা করে, তাহা দেখিও না; তোমরা তাহার চরিত্র এবং জ্ঞান দেখ।” “জ্ঞান মানবের সর্ব্বোৎকৃষ্ট ভূষণ।” পিতা মাতার সকল আদেশ প্রতিপালন করিবে, কিন্তু জ্ঞানার্জ্জনে বাধা দিলে তাহা শুনিবে না।”

সভ্যমণ্ডলি! আর কত উল্লেখ করিব! জ্ঞান-চর্চ্চার জন্য ইহা অপেক্ষা উপদেশ এবং কল্যাণসূচিকা বাণী আর কি হইতে পারে? আশ্চর্য্যের বিষয়, ইহাতেও সন্তুষ্ট হইতে না পারিয়া অবশেষে জলদমন্ত্রে ঘোষণা করিয়াছেন—

স্ত্রী পুরুষ উভয়ের জন্যই বিদ্যাশিক্ষা তুল্য ফরজ অর্থাৎ অপরিহার্য্য কর্ত্তব্য"।* আধুনিক কোন কোন সামান্য শিক্ষা-প্রাপ্ত কাণ্ডজ্ঞানহীন, শাস্ত্রমর্ম্মানভিজ্ঞ কাট-মোল্লাগণ শিক্ষা বা 'এলম্' শব্দকে কেবল মাত্র কয়েকখানি মস্‌লার কেতাবেই আবদ্ধ করিতে চাহে। বলা বাহুল্য যে, ইহাদের জ্ঞান নিতান্ত ভয়াবহরূপে সঙ্কীর্ণ বলিয়াই নিজেদের সামান্য বিদ্যা বা অজ্ঞানতাকেই যথাসর্ব্বস্ব মনে করিয়া থাকে। ইহাদের এই সঙ্কীর্ণ জ্ঞানই ইস্‌লাম-ধর্ম্মের এবং মুসলমান জাতির মলিনতা এবং পতনের কারণ। কিন্তু শাস্ত্রজ্ঞ প্রাচীন পণ্ডিত বা ইমামগণ 'এল্‌ম' শব্দকে এত ক্ষুদ্রার্থ-বোধক বলিয়া কখনই মনে করিতেন না। ফলতঃ আরব্য-ভাষার 'এল্‌ম' শব্দের প্রকৃত অর্থ বিদ্যা বা জ্ঞান। †

মহোদয়গণ! এক্ষণে বিবেচনা করুন, বিদ্যা বা জ্ঞানের কিছু সীমা বা অন্ত আছে কি? যদি কোন পণ্ডিত-মূর্খ জ্ঞানের সীমা বা অন্ত আছে বলিয়া স্বীকার করে, তাহা

---

* তলবোল্ এলমে ফরিজাতুন আলা-কুল্লে মোস্‌লেমিন্ অ মোস্‌লেমাতিন্।

† আরব্য ভাষায় এল্‌ম শব্দের অর্থ কত গভীর উচ্চ ও ব্যাপক, তাহা যিনি জানিতে চাহেন, তিনি মহাপণ্ডিত এমাম গাজ্জালীর "এহিয়া আল উলম" গ্রন্থে উক্ত শব্দের ব্যাখ্যা দেখুন।

হইলে তাহাকে এস্‌লাম ধর্ম্মের মস্তকে কুঠারাঘাত এবং দর্শন শাস্ত্রকে পদদলিত করিয়া পরমেশ্বরকেও সসীম ও সান্ত বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে; যেহেতু শাস্ত্রে পরমেশ্বর জ্ঞানস্বরূপ (আল্‌ আলিমো) বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছেন। (হিয়ার হিয়ার)

মহোদয়গণ! মহাজ্ঞানী হজরত মোহাম্মদ (দং) শিক্ষা সম্বন্ধে কেবল সারগর্ভ উক্তি করিয়াই যে ক্ষান্ত ছিলেন, তাহা নহে। তিনি সেই বর্ব্বরযুগেও অসভ্য আরবদিগের মধ্যে শিক্ষাবিস্তারের জন্য সমূহ প্রয়াস পাইয়াছিলেন। আরবের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের সহিত সেই সামরিক যুগে আত্মরক্ষার জন্য তাঁহাকে যে সমস্ত যুদ্ধ-বিগ্রহে লিপ্ত হইতে হইয়াছিল, সেই সমস্ত যুদ্ধে ইহুদী খ্রীষ্টীয় বা পারসিক যে সমস্ত বিদ্বান্‌ বা শিক্ষিত-যোদ্ধা বন্দী হইত, তিনি তাহা-দিগকে অশিক্ষিত আরবসমাজের বালক-বালিকাদিগের শিক্ষাদানার্থ-নির্দ্দিষ্ট সময়ের জন্য নিযুক্ত করিয়া বিনা নিষ্ক্রয়ে মুক্তিদান করিতেন। * তিনি তাঁহার কন্যাগণকে বিশেষ রূপে শিক্ষিত করিতে চেষ্টিত হইয়াছিলেন। তাঁহার কন্যাচতুষ্টয়ের মধ্যে রমণীকুল-গৌরব প্রাতঃস্মরণীয়া মনস্বিনী ফাতেমা দেবী বিশেষ শিক্ষিতা এবং প্রতিভাশালিনী ছিলেন। তাঁহার সহধর্ম্মিণী পুণ্যশ্লোকা আয়েষা দেবীও

সুশিক্ষিতা এবং তেজস্বিনী ছিলেন। প্রেরিত মহাপুরুষের বহু মূল্যবান্ উক্তি আয়েষা দেবী কর্ত্তৃক বিবৃত হইয়াছে। মহাপুরুষ মোহাম্মদ (দং) নারী-জাতিকে অত্যন্ত শ্রদ্ধা এবং প্রীতির চক্ষে দেখিতেন। পুরুষ এবং রমণী যুগপৎ তাঁহার নিকটে কোনও কার্য্য বা কোনও বিষয়ের উপদেশ বা মীমাংসার জন্য আসিলে, তিনি সর্ব্বাগ্রে রমণীর কথাই আগ্রহের সহিত শ্রবণ করিতেন। তিনি কাহারও মুখে রমণীর কুৎসা শুনিলে ভয়ানক বিরক্তি এবং ক্ষোভ প্রকাশ করিতেন। ফলতঃ মহাপুরুষ মোহাম্মদ (দং) শিক্ষার বিষয়ে ঈদৃশ প্রবল অনুরাগসম্পন্ন ছিলেন যে, সমস্ত পৃথিবী অনুসন্ধান করিয়াও উপযুক্ত শিক্ষক নিযুক্ত করত বালক-বালিকার শিক্ষার জন্য বজ্রকঠোর আদেশ পর্য্যন্ত প্রচার করিয়াছিলেন। শিক্ষা সম্বন্ধে তাঁহার এই কঠোর আজ্ঞা এবং সুগভীর অনুরাগই, উত্তরকালে মুসলমান-জগতকে স্ত্রী-পুরুষ নির্ব্বিশেষে বিশ্বশোষিকা জ্ঞানপিপাসায় অধীর ও আকুল করিয়া তুলিয়াছিল। হায়! হায়! কুলাঙ্গার আমরা, তাই তাঁহার প্রধানতম আদেশকে অবজ্ঞা বা উপেক্ষার চরণে দলন করিয়া বিশেষতঃ মাতৃজাতিকে অজ্ঞানতার অন্ধকারাগারে আবদ্ধ রাখিয়া কালের স্রোতে তৃণের মত ভাসিয়া চলিয়াছি। হায়! এ বঙ্গে যদি কেহ ইস্‌লামের

প্রকৃত ভক্ত ও অনুরক্ত থাক, যদি কেহ জাতির উত্থানকামী তেজোদীপ্ত-মহাপ্রাণ পুরুষ থাক, তবে সর্ব্বাগ্রে মাতৃজাতির সুশিক্ষার বন্দোবস্ত করত অধঃপতনের খরস্রোতঃ রুদ্ধ করিতে বদ্ধপরিকর হও। (করতালি ধ্বনি)

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

—–:০:—–

স্ত্রীজাতীর স্বাধীনতা।

অবরুদ্ধ অবস্থার দুর্গতি।

যে সমস্ত গুরুতর কারণ পরম্পরায় ভুবনবিজয়ী মহা-পরাক্রান্ত জ্ঞান-বিজ্ঞান-বিশারদ সৌভাগ্যশালী মুসলমান জাতির আজ এই নিদারুণ ও দুঃসহ শোচনীয় দুরবস্থা সংঘটিত হইয়াছে; তাহার মধ্যে স্ত্রীলোকদিগকে সর্ব্ব-প্রকারে জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা হইতে বঞ্চিত করিয়া অতি সংকীর্ণ গৃহকোণে আবদ্ধ করিয়া রাখা,—তাহার অন্যতম প্রধান কারণ।

পৃথিবীতে মানুষের স্বাধীনতা-হরণের ন্যায় পাপ কার্য্য আর কিছুই নাই। যেরূপ পরাধীনতা মানুষকে নির্ব্বোধ এবং অজ্ঞ করিয়া রাখে, যে পরাধীনতা পরম করুণাময় খোদাওন্দতাআলা-প্রদত্ত পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয়কে জ্ঞান ও শিক্ষার অমৃতরসাস্বাদন হইতে বঞ্চিত করিয়া রাখে, সেরূপ পরা-

ধীনতা অপেক্ষা মৃত্যু শতগুণে শ্রেয়ঃ। আততায়ী ব্যতীত কাহাকেও বধ করা যদি ভীষণ পাপ হয়; তাহা হইলে অকারণে নারীজাতিকে সদাসর্ব্বদা অন্তঃপুরে বদ্ধ রাখা কিরূপ ভীষণ ও ভয়াবহ পাপ; তাহা একবার চিন্তা করিলেও হৃদয় কম্পিত হইয়া উঠে! যে দেশের ও যে জাতির লোক,—কল্যাণ ও মঙ্গলের উৎস এবং প্রীতির ও সাল্‌সাবিলের অমৃত প্রবাহস্বরূপ,—মাতৃজাতিকে অন্ধ-অন্তঃপুরের দূষিত বায়ুতে আবদ্ধ করিয়া রাখা গৌরব ও ধর্ম্মের অঙ্গ বলিয়া মনে করে, সভ্যতা এবং মনুষ্যত্ব হইতে তাহারা যে এখনও বহুদূরে পতিত রহিয়াছে, সে বিষয়ে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। আর এই বিষয়ে আমরা এমন অন্ধ হইয়া পড়িয়াছি যে আমাদের উচ্চশিক্ষাপ্রাপ্ত ব্যক্তিগণ এবং কোরআন ও হাদিসজ্ঞ আলেমগণও এই অতি জঘন্য—অতি বীভৎস এবং জাতীয় জীবনের ভীষণ মহামারীসূচক অবরোধ-প্রথাকে শিথিল করিবার জন্য একটী বাক্য উচ্চারণ করিতেও কুণ্ঠিত ও ভীত!! এই অস্বাস্থ্যকর অনঐসলামিক পাপপ্রথা কেমন করিয়া আমাদের সমাজ দেহকে পচাইয়া তুলিতেছে এবং স্ত্রীলোকদিগের শিক্ষার পথে কিরূপ নিদারুণ কণ্টকারোপণ করিতেছে; তাহা চিন্তা করিলে শরীর শিহরিয়া উঠে!

আমাদের সমাজে এই মারাত্মক প্রথা আবার ভদ্রতার

একটী প্রধান লক্ষণ হইয়া পড়িয়াছে! অনেক স্থলে ৭।৮ বৎসরের বালিকাদিগকে পর্য্যন্ত ঘরের বাহির হইতে দেওয়া হয় না। যে শিশু দেখিলে পাপাত্মার মনেও স্বর্গের নিরাবিল আনন্দ এবং প্রীতির ধারা প্রবাহিত হয়, হায়! তাহাদিগকে পর্য্যন্ত বাহিরের মুক্ত আলো এবং মুক্ত বায়ু হইতে বঞ্চিত করা হয়! অবরোধ প্রথার দ্বারা স্ত্রীলোকদিগের যে সমস্ত গুরুতর ক্ষতি হইয়াছে; আমরা ক্রমশঃ তাহার উল্লেখ করিতেছি।

স্বাস্থ্য সম্বন্ধে ক্ষতি।

স্বাস্থ্য-বিজ্ঞানে যাঁহার কিছুমাত্রও জ্ঞান আছে, তিনি নিশ্চয়ই অবগত আছেন যে, বায়ুই আমাদের প্রধান খাদ্য। বিশুদ্ধ বায়ু জীবন ধারণের পক্ষে যেরূপ হিতকর ও স্বাস্থ্য জনক, এরূপ আর কিছুই নহে। কিন্তু আমি জিজ্ঞাসা করি, আমাদের মহিলাবৃন্দ, এই বিশুদ্ধ বায়ু সেবন করিবার জন্য কখনও সুবিধা পান কি? তাঁহারা যদি কখনও পাল্কী বা যানে কোনও স্থানে গমন করেন, তাহা হইলে তাহার উপরে এমন করিয়া পর্দ্দা আটিয়া দেওয়া হয় যে, বায়ু পর্য্যন্ত প্রবেশ করে না! ফলতঃ আমাদের মহিলারা সারা জীবনের মধ্যে একটী ঘণ্টাও নির্ম্মল বায়ু সেবন করিবার সুবিধা পান না।

বিস্তৃত ময়দান, নদীর শ্যামলতট, উদ্যান ও পুকুরের পাড় প্রভৃতি যে সমস্ত স্থল বায়ু সেবনের জন্য প্রশস্ত, সেখানে কখনও ভ্রমণ করা দূরে থাকুক—দেখিতেও পান না! এই বিশুদ্ধ বায়ু সেবন এবং ভ্রমণজনিত শারীরিক অঙ্গসঞ্চালনের অভাবে আমাদের মহিলারা দিন দিন দুর্ব্বল ক্ষীণ এবং শ্রীশূন্য হইয়া উঠিতেছেন! দুই একটী সন্তান প্রসবের পরেই তাঁহারা রুগ্ন এবং বৃদ্ধ হইয়া পড়েন! আর এইরূপ দুর্ব্বল ও শক্তিহীন মাতৃগর্ভে জন্মগ্রহণের দরুণ সমাজে দুর্ব্বল ক্ষীণাঙ্গ হীণ সাহস কাপুরুষ ও শ্রীহীন লোকের সংখ্যা দিন দিন বৃদ্ধি হইতেছে!

দরিদ্রতা, খাদ্যের অপ্রচুর্য্য স্ফূর্ত্তিহীনতা, নির্ম্মল আমোদ প্রমোদের অভাব, ব্যায়ম-চর্চ্চার অভাব ও সামরিক পরিচর্য্যাহীনতা এবং চিত্তের কুটিলতার জন্য যেমন আমাদের স্বাস্থ্য নাশ এবং পরমায়ু হ্রাস হইতেছে, তাহার উপর মাতৃজাতি পুরুষাপেক্ষা অত্যধিক দুর্ব্বল হওয়াতে সন্তানগণ আরও স্বাস্থ্যহীন এবং দুর্ব্বল হইয়া জন্মগ্রহণ করিতেছে!

হায়! গিরিশৃঙ্গবিদলনকারী কেশরিবিক্রম, দীর্ঘদেহ, আয়তলোচন, বলিষ্ঠ ও দ্রঢ়িষ্ঠ শেখ (আরব) ও খান (তুর্কী) বংশীয় মুসলমানগণও এমন ক্ষীণাঙ্গ এবং শ্রীশূন্য

হইয়া পড়িতেছে যে, তাঁহারা এক্ষণে তাঁহাদের পিতৃভূমে ইরাণ তুরাণ এবং আরব আফগানিস্তানে প্রত্যাবর্ত্তন করিলে, কেহই তাঁহাদিগকে তদ্বংশীয় বলিয়া প্রতীতি করিতে সমর্থ হইবে না। শারীরিক সুস্থতা এবং দীর্ঘ জীবন লাভ ব্যতীত কোনও জাতি পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠা ও প্রতিপত্তি লাভ করিতে পারে না।

করুণাময় আল্লাহতাআলা মানুষকে শতবর্ষ জীবি * করিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন। কিন্তু কদর্য্য আহার এবং কদর্য্য বাসস্থান, বাল্যবিবাহ, বহুবিবাহ, ব্যভিচার, দুর্ব্বল স্ত্রী গ্রহণ, দুর্ব্বল স্বামী গ্রহণ, ব্যায়াম-চর্চ্চার অভাব, মাদকসেবন, ক্রোধ, হিংসা, বিদ্বেষ, প্রভৃতি নানা কারণে আমরা নিতান্ত স্বল্পজীবি হইয়া পড়িতেছি। পিতামাতার দুর্ব্বলতা, গর্ভকালীন অত্যা-

---

* এসলাম জগতের প্রাচীন মহাপণ্ডিত সুপ্রসিদ্ধ দার্শনিক এবং চিকিৎসা বিজ্ঞানবিদ্ জগৎ প্রসিদ্ধ আলী এবনে সিনা (Avicina) তাঁহার স্বাস্থ্য-বিজ্ঞান সম্বন্ধীয় "কেতাবুস্‌শাফা" গ্রন্থে মানুষের আয়ু একশত বর্ষ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। পিতামাতার দোষে এবং জল বায়ু ও নিজের অত্যাচার ব্যভিচার ও কদাচারের জন্যই মানুষের অকাল মৃত্যু সংঘটিত হয়। মানুষের অকাল মৃত্যুর জন্য, মানুষই দায়ী। তাঁহার মতে প্রধানতঃ নিম্নলিখিত কারণেই অকাল মৃত্যু সংঘটিত হয়। (১) অপুষ্ট ও অবিশুদ্ধ বীর্য্য হইতে জন্ম। (২)

চার অবিচার, পিতামাতার উপদংস, মেহ বাত প্রভৃতি নানা ব্যাধির জন্য আমাদের দেশে অসংখ্য শিশু ও বালক অকালে কালগ্রাসে পতিত হইতেছে। বিধাতা যাহাদিগকে শত বৎসর আয়ু দিয়াছিলেন; আমাদের অপরিণামদর্শিতা এবং মূর্খতার জন্য আমরা তাহাদিগকে অকালে গলা টিপিয়া মারিয়া ফেলিতেছি। চিন্তা করিয়া দেখিলে ইহা ভয়ানক ঈশ্বরদ্রোহিতা (আল্লার নাফরমানী) ব্যতীত আর কিছুই নহে। অথচ আমাদের দেশ এতই মূর্খ হইয়া পড়িয়াছে যে, এই সমস্ত অনাচার, অত্যাচার দোষ বুঝিবার জন্য ও বুঝাইবার জন্য একটী আলেম বা একটী প্রচারকও নাই। স্ত্রী-জাতির অবরোধ-প্রথা, এই স্বাস্থ্য ও জীবনরক্ষার ভীষণ

গুরুপাক ও দুষ্পাচ্য পদার্থ ভক্ষণ। (৩) ব্যভিচার ও অত্যধিক ইন্দ্রিয়-পরায়ণতা। (৪) শারীরিক নিয়মিত ব্যায়াম চর্চ্চার অভাব। (৫) মানসিক দুঃখ ও ক্লেশ। (৬) সাঁতসেঁতে ও অন্ধকার পূর্ণ স্থানে বাস করা। (৭) অত্যধিক ক্রোধ ও অবসাদ। (৮) মৃত্যু ভীতি ও মৃত্যু চিন্তা। (৯) মাদক সেবন ও রাত্রি জাগরণ। (১০) দূষিত বায়ু ও জল সেবন। (১২) মল-মূত্রের বেগ ধারণ। (১৩) অল্পাহার ও কদাহার। (১৪) পাপ চিন্তা ও পাপ কার্য্য। (১৫) পূর্ব্বপুরুষের সংক্রামক ব্যাধি। (১৬) দুর্ব্বল বা রুগ্ন পিতা মাতা হইতে জন্ম। প্রভৃতি কারণে মানুষের জীবনীশক্তি হ্রাস হইয়া শতবর্ষ পূর্ব্বেই প্রাণ ত্যাগ করিতে বাধ্য হয়। আবু আলি সিনার মত, আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞান সর্ব্বতোভাবে স্বীকার ও সমর্থন করেন।

প্রতিকূল, সুতরাং সাক্ষাৎ ঈশ্বরদ্রোহিতা ব্যতীত আর কিছুই নহে। সুতরাং যাঁহারা যথার্থ মোসলমান বলিয়া পরিচিত হইতে চাহেন, তাঁহারা এই অনিষ্টকর অবরোধ-প্রথা দূর করিবার জন্য বদ্ধপরিকর হউন। প্রত্যেক সহরে এবং পল্লীতে বিশুদ্ধ বায়ু সেবনের জন্য স্ত্রীলোকদিগের সুবিধাজনক উদ্যান, প্রান্তর বা পার্ক স্থাপন করা একান্ত আবশ্যক। সেখানে স্ত্রীলোক ও বালকবালিকা ব্যতীত পুরুষদিগের প্রবেশ নিষিদ্ধ থাকিবে। স্ত্রীলোকেরা সেখানে একত্র হইয়া দেশের, জাতির, সমাজের এবং ধর্ম্মের কল্যাণ ও উন্নতির জন্য সভা সমিতি এবং আন্দোলন আলোচনা অনায়াসে করিতে পারিবেন।

শিক্ষাসম্বন্ধে ক্ষতি।

অধুনা গবর্ণমেণ্টের চেষ্টায় এবং সুদীর্ঘ ১৫ বৎসর কাল বাংলাদেশের নানাস্থানে এ অধমের ও অন্যান্য ব্যক্তিদিগের স্ত্রী-শিক্ষা-সম্বন্ধীয় বক্তৃতা ও চেষ্টার ফলে, এবং "স্ত্রী-শিক্ষা" পুস্তকের প্রচারে হিন্দুদিগের দেখাদেখি এবং স্ত্রীজাতির শিক্ষানুরাগী কতিপয় মহাত্মার চেষ্টা ও উদ্যমে বাংলাদেশের নানাস্থানে কয়েকশত নিম্নশিক্ষার বালিকা-বিদ্যালয় সংস্থাপিত হইয়াছে। এ অধমকে অনেক স্থানে বহু অন্ধবিশ্বাসী ব্যক্তির

সঙ্গে তর্কবিতর্ক এবং বাদপ্রতিবাদও করিতে হইয়াছে। শিক্ষাবিভাগের অনেক কর্ম্মচারীও নানাস্থানে স্ত্রী-শিক্ষা বিস্তারের জন্য যথেষ্ঠ পরিশ্রম স্বীকার করিয়াছেন। তথাপি দেশে এ পর্য্যন্ত একটী মুসলমান বালিকাও মেট্রিকুলেশান উত্তীর্ণ হয় নাই। এ পর্য্যন্ত মুসলমান বালিকাদের জন্য একটী করিয়া মাইনর স্কুলও এক একটী জেলায় স্থাপিত হয় নাই। ইহার কারণ কেহ চিন্তা করিয়া দেখিয়াছেন কি? আমাদের গোঁড়া ও মুর্খদলের লোকেরা ত এখনও মেয়েদিগের লেখা পড়া শিক্ষার নামে ভয়ে কম্পিত। ইহারা ৭।৮ বর্ষ বয়স্ক মেয়েদিগকেও ঘরের বাহিরে যাইতে দিতে নারাজ। ইহারা এমনি কুসংস্কারান্ধ যে, ৭।৮ বৎসরের শিশুদিগের প্রতি কিম্বা তাহাদের দর্শকদিগের প্রতি অতি জঘন্য ভাব পোষণ করে। ইহাদের ভাবভঙ্গী দেখিলে মনে হয় যে, বাহিরের কোনও লোক ইহাদের কন্যাদের দেখিলেই পাছে বা চুরি করিয়া লইয়া যায়! তৎপর আর সামান্য সংখ্যক ব্যক্তি, যাঁহারা কর্ত্তব্য জ্ঞানে বা প্রলোভনবশে কিম্বা খোশনামের জন্য আপন আপন কন্যাদিগকে নিম্নপাঠশালায় প্রেরণ করেন, তাঁহারও এমন অদূরদর্শী যে, মেয়েরা ভাল-রূপে কিছু লেখাপড়া শিক্ষা না করিতেই যেই ৮।৯ বৎসর বয়স হয়, অমনি পাঠশালায় যাওয়া বন্ধ করেন। তাহাদিগকে

আর বাড়ীর বাহির হইতে দেওয়া হয় না। এজন্য আমাদের সমাজে কন্যাদিগের উচ্চশিক্ষার পথ একেবারেই রুদ্ধ! অনেক পণ্ডিতমূর্খ তর্ক করিয়া বলেন যে, স্ত্রীলোকদিগের জন্য অন্তঃপুরে উচ্চশিক্ষা দিবার বন্দোবস্ত করা আবশ্যক। কিন্তু এদেশে এমন কয়টী লোক আছেন যে, যিনি নিজের বাড়ীতে ৩।৪ জন মাষ্টার বা প্রফেসার রাখিয়া বালিকাদিগকে শিক্ষা প্রদান করিতে পারেন। যাঁহারা এরূপ বলেন তাঁহাদের কর্ত্তব্য যে, নিজেরা আগে বাটীতে মেয়েদের উচ্চশিক্ষার বন্দোবস্ত ও তাহার সুফল প্রদর্শন করেন। কিন্তু পাঠক পাঠিকা! জানিয়া রাখুন, যাঁহারা এরূপ কথা বলেন, তাঁহারা স্ত্রীজাতির শিক্ষার বিরোধী। বালকদিগের জন্য যদি একসঙ্গে কলেজে পড়া দোষাবহ না হয়, তাহা হইলে বালিকারা একসঙ্গে কলেজে পড়িবে, তাহাতে দোষ কি? বহু বালিকা একত্র অধ্যয়ন না করিলে, পরস্পর প্রতিযোগিতা চলিবে কিরূপে? প্রতিযোগিতা না থাকিলে কোনও কার্য্যে উৎসাহ এবং অনুরাগ থাকে কি?

অভিজ্ঞতার ক্ষতি।

তৎপর তাঁহারা অভিজ্ঞতা সম্বন্ধে কি বলিতে চাহেন? বাহিরে না গেলে, বহির্জগতের মুখ না দেখিলে নানাবিধ

প্রাকৃতিক দৃশ্য না দেখিলে, মানুষের অভিজ্ঞতা কি গৃহ-কোণেই জন্মিবে? হায়! প্রকৃতির প্রাণস্পর্শী রমণীয় দৃশ্য—সূর্য্যের উদয়াস্তের মনোহর দৃশ্য, চাঁদের অমলধবল-জ্যোৎস্নালহরীর স্বর্গীয় ছবি, নদ-নদীর বিমলস্বচ্ছল ধারা, ফুল্ল ফুলদলের ঢল ঢল সৌন্দর্য্য, নির্ম্মল অন্তরীক্ষস্থ নক্ষত্র-মালার চিত্তবিনোদন দৃশ্য, মেঘবিহারিণী চঞ্চলা দামিনীর দীপ্তির স্ফুরণ, বিধাতার অদ্ভুত সৃষ্টি, অসংখ্য বৈচিত্র্যের বিপুল আধার পর্ব্বত, শ্যামল তরু-বল্লীপূর্ণ অরণ্যভূমি, শ্যামল তৃণাস্তরণে আবৃত ময়দান, বিচিত্রপক্ষ বিহঙ্গরাজির বিচিত্র কূজন, প্রভৃতি প্রকৃতির অসংখ্য মূর্ত্তি ও অসংখ্য বিভবকৌশল ও অদ্ভুত নৈপুণ্য যে দর্শন করিল না, ভোগ করিল না, হায়! সে কেমন করিয়া আল্লাহতাআলার প্রেমে নিমগ্ন হইতে পারে? প্রকৃতির মহাগ্রন্থ যে পাঠ করে নাই, প্রকৃতির ভিতরে যে ব্যক্তি আল্লাহকে দর্শন করে নাই, প্রকৃতির মধ্যে যে ব্যক্তি আল্লার কারিগিরির মহিমা ও কুদরত দেখিল না, বুঝিল না, সে যে কিরূপে খোদাভক্ত ও খোদাপ্রেমিক হইতে পারে, তাহা বুদ্ধির অগম্য! খোদাকে দেখা, খোদাকে জানা, ইহার অর্থই হইতেছে, তাঁহার এই বিশাল সৃষ্টির বৈচিত্র্য, নৈপুণ্য, হেকমত, নিয়ম ও কার্য্য পরিদর্শন এবং উপলব্ধি করা। কারণ খোদাকে কখনও দেখা শুনা এবং

জানা যায় না। কারণ তিনি রূপরসগন্ধস্পর্শবিহীন। এই জন্যই মহা পয়গম্বর বলিয়াছেন যে, "এক মুহূর্ত্তের বিজ্ঞানচিন্তা সত্তর হাজার বৎসরের উপাসনা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ।" অন্যত্র বলিয়াছেন "তত্ত্বজ্ঞ পণ্ডিতের নিদ্রা, মূর্খের উপাসনা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ।" ফলতঃ পৃথিবীতে মূর্খতা অপেক্ষা পাপ নাই এবং জ্ঞান অপেক্ষা পুণ্য নাই। এই জ্ঞান আমরা এই প্রত্যক্ষীভূত জগৎ হইতেই লাভ করি। আমরা এই জগৎ সংসারের প্রাকৃতিক এবং মানবিক সর্ব্বপ্রকার দৃশ্য হইতে, বৈচিত্র্য হইতে, কার্য্য হইতে নারীজাতিকে বঞ্চিত করিয়া সর্ব্বদা গৃহকোণে আবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছি; ইহার ফলে তাঁহারা যারপর নাই অনভিজ্ঞ এবং মূর্খ হইয়া রহিয়াছেন। তাঁহাদের চিত্ত আলোক এবং বায়ু বিহীন অন্ধকার গৃহের ন্যায়ই সঙ্কীর্ণ এবং ভয়াবহ! হায়! যে জাতির নারীগণ এইরূপ শিক্ষাহীন, স্বাধীনতাহীন, মূর্খ এবং অনভিজ্ঞ; সে জাতির দুরবস্থার নিবারণ করে কাহার সাধ্য? পাঠক পাঠিকা! এক্ষণে মনে করুন যে, "এই নিদারুণ অনিষ্টকর পাপ—অবরোধপ্রথা" দূর না করিলে, উচ্চশিক্ষার কোনও আশা ভরসা নাই; আর উচ্চশিক্ষা না হইলে বুদ্ধি মার্জ্জিত এবং জ্ঞানের বিকাশ কিছুই হয় না। যেখানে শিক্ষা নাই—সেখানে জ্ঞানও নাই—যেখানে জ্ঞান নাই—সেখানে ধর্ম্ম নাই। কারণ

স্ত্রী-শিক্ষা

অজ্ঞান, অর্ব্বাচীন ও বেওকুফের জন্য কোনও ধর্ম্ম নাই। মানুষ জ্ঞানী বলিয়াই কোরআন শরীফ ও বিবিধ স্বর্গীয় গ্রন্থ তাহাদের জন্য অবতীর্ণ হইয়াছে। পশুপক্ষী জ্ঞানহীন বলিয়াই তাহাদের কোনও ধর্ম্ম নাই। ফলতঃ জ্ঞানীর জন্যই ধর্ম্ম—অজ্ঞানের জন্য নহে। এই অবরোধ-প্রথা উঠাইয়া দিয়া এসলামধর্ম্মসঙ্গত পর্দ্দার সঙ্গে যতদিন পর্য্যন্ত আমরা স্ত্রীলোকদিগকে বাহিরে গমনাগমনের—বিশেষতঃ স্কুল কলেজ মাদ্রাসা মক্তবে এবং শিক্ষা ও অভিজ্ঞতা লাভের অনুকূল স্থানগুলিতে যাইবার জন্য তাহাদিগকে স্বাধীনতা না দিতেছি এবং প্রবৃত্ত না করিতেছি, ততদিন আমাদের আর কল্যাণ নাই। যে জাতির নারীগণ স্বাস্থ্য হইতে, জ্ঞান হইতে, অভিজ্ঞতা হইতে বঞ্চিতা; সে জাতির সন্তানগণ যে পৃথিবীতে অতি নগণ্য, অপদার্থ এবং অকর্ম্মণ্য, বলিয়া পরিগৃহীত হইবে, তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি?

এসলামের ব্যবস্থা পদদলিত করিয়া, অনন্তকল্যাণপ্রসূ কোরআন শরীফ ও হাদিস শরীফের তত্ত্ব না বুঝিয়া যাহারা একটা বিজাতীয় সর্ব্বনাশকর অবরোধ-প্রথাকে ধর্ম্মের ব্যবস্থা বলিয়া চালাইতেছে, তাহারা যে সৌভাগ্য হইতে বঞ্চিত হইবে, তাহার বিচিত্রতা কি? পৃথিবীর কোনও

মুসলমান দেশে কোনও কালে এই অবরোধ-প্রথা প্রচলিত ছিল না এবং এখনও নাই।

আরব, তুরস্ক, পারস্য, আফগানিস্তান, তুর্কীস্থান, মিসর, ত্রিপলী, মরোক্কো প্রভৃতি যাবতীয় মুসলমান রাজ্যেই স্ত্রীলোকেরা স্কুল কলেজে, মসজিদে, ঈদগাহে এবং সভাসমিতিতে অবাধে যোগদান করিয়া থাকেন। বায়ু সেবনের জন্য সর্ব্বত্রই স্ত্রীলোকেরা বাহির হইয়া থাকেন। যুদ্ধের সময়ে স্ত্রীলোকেরা সহস্র সহস্র আহত সৈনিক পুরুষদের সেবা শুশ্রূষা করিয়া থাকেন। সাত সমুদ্র তের নদী পার হইয়া শত শত স্ত্রীলোক হজ্জের জন্য হেজাজ প্রদেশে গমন করিয়া থাকেন। মিসর এবং তুরস্কের স্ত্রীলোকগণ আপন আপন স্বামী ভ্রাতা এবং পুত্রের সহিত মাঠে কৃষিকার্য্যে নিযুক্ত রহিয়াছে, ইহা আমি অবলোকন করিয়াছি। সমস্ত মুসলমান রাজ্যে স্ত্রীলোকেরা আজও দূরপথ অশ্বে ও উষ্ট্রে আরোহণ করিয়া গমনাগমন করিয়া থাকেন। কেহই তাহা দোষাবহ মনে করেন না; কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয়, এদেশে ইউরোপীয় স্ত্রীলোকেরা অশ্বারোহণ করেন বলিয়া অনেক মুসলমান তাঁহাদের নিন্দা করিতে কসুর করেন না! বিগত ত্রিপলী এবং বলকান যুদ্ধে বহুশত আরব ও তুর্কী মহিলা যুদ্ধে যোগদান করিয়াছিলেন। তজ্জন্য তাঁহারা সর্ব্বত্রই প্রশংসা

ও গৌরবভাজন হইয়াছেন; কিন্তু আশ্চর্য্য ব্যাপার! আমাদের এই পতিত দেশেই স্ত্রীলোকেরা প্রাচীরের বা বেড়ার বাহিরে নিশ্বাস ফেলিবার জন্য একপদও অগ্রসর হইতে পারেন না।

মহাপয়গম্বরের জীবনীতে দেখিতে পাই, স্ত্রীলোকগণ তাঁহার দরবারে পর্য্যন্ত উপস্থিত হইতেন। ওহুদ যুদ্ধে বহু মুসলমান স্ত্রীলোক তাঁহার সঙ্গে যোগদান করিয়াছিলেন। স্বয়ং পুণ্যশ্লোকা বিবি আয়েশা, একবার হজরত আলীর বিরুদ্ধে যুদ্ধক্ষেত্রেও অবতীর্ণা হইয়া ছিলেন। তাঁহার বিবিগণ সাহাবাদের সঙ্গে কথাবার্ত্তা বলিতেও কুণ্ঠিত হন নাই। স্বয়ং বিবি ফাতেমা ওহুদ যুদ্ধে পিতার মৃত্যু-সংবাদের গুজব শুনিয়া প্রকাশ্যে উপস্থিত হইয়াছিলেন। খোলফায়ে রাশেদিনগণের সময়ে বিধর্ম্মীদিগের সঙ্গে যে সমস্ত ভীষণ যুদ্ধ সংঘটিত হইয়াছিল, তাহাতে লাখাম, জাজাম, হামির ও কোরেশ বংশের স্ত্রীলোকগণ পুরুষদের সঙ্গে যোগদান করিয়া শত্রুর মুণ্ডপাত করিয়াছেন। মহাপয়গম্বরের যে সমস্ত সাহাবা হাদিস বর্ণনা করিয়াছেন, তাহার মধ্যে স্ত্রীলোকের সংখ্যা অন্ততঃ অর্দ্ধশত হইবে। স্ত্রীলোকেরা মহাপয়গম্বর এবং তৎপরে খোলফায়ে রাশেদিন এবং উমাইয়া, আব্বাসীয়া, ফাতেমীয়া প্রভৃতি

খলিফাদের সময়ে সর্ব্বদাই জুমা ও ঈদের নামাজে যোগ দিতেন।

এইরূপ স্ত্রী পুরুষের সম্মিলিত জমাতে স্ত্রীলোকেরা পুরুষদের একেবারে শেষে দাঁড়াইয়া নামাজ পরিতেন। আমাদের দেশেও শাহী আমলে সমস্ত জামে মসজেদেই স্ত্রীলোকদিগের জুমার নামাজ পড়িবার জন্য বিশেষ স্থান নির্দ্দিষ্ট ছিল। আজও হিন্দুস্থানে দিল্লী আগ্রা লাহোর লাক্ষ্ণৌ প্রভৃতি সহরে স্ত্রীলোকেরা ঈদের নামাজে যোগদান করিয়া থাকেন। মক্কা ও মদিনার স্ত্রীলোকেরা সর্ব্বতোভাবে স্বাধীন। তাঁহারা হাটে মাঠে ঘাটে মস্‌জেদে সর্ব্বত্রই অবাধে গতায়াত করিয়া থাকেন। আরফাতের ময়দানে স্ত্রীলোকেরা হজ্বের সময় নানা জিনিষপত্র বিক্রয় করিয়া থাকেন। কেহই তাহাতে আপত্তি করেন না এবং ধর্ম্ম-শাস্ত্রানুসারে কেহ আপত্তি করিতেও পারেন না। ফলতঃ এসলাম, স্ত্রীলোকদিগের অবরোধের বিরোধী এবং স্বাধীনতার পক্ষপাতী। স্ত্রীলোকদিগকে চারদেওয়ালের মধ্যে বন্ধ করিয়া রাখিতে হইবে, তাহার কোনও আদেশ নাই। স্ত্রীলোকেরা কার্য্যের জন্য শিক্ষার জন্য প্রয়োজনের জন্য হাত পা এবং মুখ ব্যতীত অন্যান্য সমস্ত অঙ্গ ঢাকিয়া সর্ব্বত্রই গমনাগমন করিতে পারেন। হজরতের আবির্ভাবের পূর্ব্বে

আরবের স্ত্রীলোকগণের পরিচ্ছদের বিশেষ পারিপাট্য ছিল না। আমাদের দেশীয় হিন্দু স্ত্রীলোকদিগের ন্যায় তাহারা 'বে-আবরু' অবস্থায় বাহির হইত। মহাপুরুষ মোহাম্মদ (দঃ) এই অবস্থার পরিবর্ত্তন করেন। তিনি মুসলমান স্ত্রীলোকদিগকে বাহিরে যাইবার সময় একখানি চাদরের দ্বারা শরীর উত্তমরূপে ঢাকিয়া যাইতে আদেশ করেন। ইহারই নাম হইতেছে পর্দ্দা। কালে এই পর্দ্দা হইতে আব্বাস বংশীয় খলিফাদের সময় স্ত্রীলোকদিগের বাহিরে যাইবার জন্য বোর্কার সৃষ্টি হয়।

এসলামের জন্মস্থান মক্কা ও মদিনা এবং তাহার বর্ত্তমান প্রভাবভূমি কনষ্টান্টিনোপলের উজ্জ্বল আদর্শ দেখা ও জানা সত্বেও আমাদের কোনও শিক্ষিত ব্যক্তি, স্ত্রীস্বাধীনতার জন্য কোনও রূপ চেষ্টা করিতেছেন না! মৃত্যুর অবসাদ ইহা অপেক্ষা আর বেশী কি হইতে পারে!)

স্ত্রীজাতির স্বাধীনতা।

—:0:—

(অবরোধ-প্রথার দুর্গতি।)

অবস্থা এমনই শোচনীয় এবং জঘন্য হইয়া পড়িয়াছে যে, আমাদের স্ত্রীলোকেরা পল্লীগ্রামের দশ পাদভূমি যাইতে হইলে আট জন পুরুষের কাঁধে চড়িয়া যান। ইহাই হইতেছে শরাফতের বা সম্ভ্রমের লক্ষণ। একজন মানুষ, দুই জন, চারি বা আট জন মানুষের কাঁধে চড়িয়া যাইতেছে, এমন জঘন্য ও পৈশাচিক দৃশ্য ভারতবর্ষ ও চীনদেশ ব্যতীত আর কোথায়ও নাই। ইহা যারপর নাই অসভ্য ও নিন্দনীয় প্রথা! যাহাদের কাঁধে চড়া যায় আধ্যাত্মিক মনোবিজ্ঞানের হিসাবে তাহারা পশুরও অধম হইয়া যায়! যাহারা আরোহণ করে, তাহাদের আত্মার অবনতি হয়। ফলতঃ সুস্থ লোকের পক্ষে পাল্কীতে আরোহণ করা "নামর্দ্দামী"র চরম দৃষ্টান্ত এবং হীনতার চূড়ান্ত পরিচয়।

এই পৈশাচিক অবরোধ-প্রথার ফলেই আমাদের স্ত্রী-লোকদিগের দুপাদভূমি যাইতে হইলেও পাল্কী, ডুলি, গাড়ী

প্রভৃতির প্রয়োজন হইয়া পড়ে। ফলতঃ স্ত্রীলোকদিগের গতায়াতে এক ধুমধাম পড়িয়া যায়। কিন্তু অন্যান্য মুসলমান রাজ্যে স্ত্রীলোকদিগের নিকট গমনাগমনে কোনও আয়োজন ও বন্দোবস্তের দরকার হয় না। অতি সম্ভ্রান্ত আরবী, ইরাণী, এবং তুর্কী স্ত্রীলোকগণ ২।১ মাইল যাইতে হইলে সর্ব্বদাই পদব্রজে গমন করেন। বিধাতা হাঁটিবার জন্যই পা সৃষ্টি করিয়াছেন, পাল্কীতে তুলিয়া রাখিবার জন্য নহে। অবশ্য দূরে যাইতে হইলে, যান বাহনে যাওয়ায় কাহারও আপত্তি হইতে পারে না।)

ইউরোপীয় স্ত্রীলোকগণ যেমন স্বচ্ছন্দে এবং অনায়াসে সর্ব্বত্র গমনাগমন করেন, তাহা দেখিলেও আনন্দ হয়। তাঁহাদের একটী স্ত্রীলোক পৃথিবীর এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত রেলে ষ্টীমারে অশ্বে পদব্রজে আত্মরক্ষা করিয়া যত্র তত্র গমনাগমন করিতে সক্ষম। আর আমাদের স্ত্রী-লোকেরা নিজের পল্লীতে বাহির হইতেও অক্ষমা; ইহা কি আমাদের জাতির জড়ত্ব ও হীনতার লক্ষণ নহে?

(এই অবরোধ-প্রথার জন্য অন্যান্য সভ্য জাতি আমাদিগকে অসভ্য বলিয়া অভিহিত করিতেও কুণ্ঠিত নহে। আমাদের সমাজে এই অবরোধ-প্রথা রাজপুত জাতির আদর্শেই বদ্ধমূল হইয়াছে। আর্য্য হিন্দুদিগের মধ্যে চির-

কালেই স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে অনেকটা অবরোধ-প্রথা বিদ্যমান ছিল! "অন্তঃপুর" "অন্তঃপুরিকা" "অবরোধ" "পুরমহিলা" "অসূর্য্যম্পশ্যা" প্রভৃতি শব্দই তাহার অকাট্য প্রমাণ। মুখের আবরণের জন্য বহুদিন হইতেই "অবগুণ্ঠন" ছিল। তবে প্রাচীন আর্য্যদিগের সময় এত বেশী না থাকিতে পারে। তান্ত্রিক যুগে এই নারীদিগের অবাধ সতীত্বনাশ এবং ব্যভিচার দোষ অত্যন্ত প্রবল হওয়ার জন্য ক্রমশঃ অবরোধ-প্রথা কঠোর আকার ধারণ করে।

বাৎস্যায়ন-প্রণীত কামশাস্ত্রের জঘন্য ও ঘৃণিত ব্যভিচার প্রণালীর প্রবর্ত্তনে আর্য্য জাতি যারপর নাই চরিত্রহীন হইয়া পড়িয়াছিল। ইহার পরে কুমারিলা ভট্টের এবং শঙ্করাচার্য্যের আবির্ভাবে সমস্ত দেশ হইতে বৌদ্ধদিগকে হত্যা করা হয়। প্রায় সাত কোটি বৌদ্ধকে কাটিয়া ফেলা হয়। বৌদ্ধদিগের সুন্দরী স্ত্রীলোকদিগকে হিন্দুরা বলপূর্ব্বক গ্রহণ করে। অনেককে দাসী ও উপপত্নী করিয়া রাখে। এই সমস্ত লক্ষ লক্ষ স্ত্রীলোক বাহিরে গেলেই কোনও দিকে পলায়ন করিবে কিংবা অন্যে লইয়া যাইবে, এজন্যও তাহাদিগকে বাহিরে যাইতে দেওয়া হইত না। ফলতঃ হিন্দু জনসাধারণ কোনও দিনই স্ত্রীলোকদিগকে তেমন সম্মানের চক্ষে দেখিত না। এজন্য উচ্চশ্রেণীর হিন্দুগণ মহিলাদিগকে বিশেষ প্রয়োজন

ব্যতীত বাহিরে যাইতে দিতেন না। মধ্যযুগে হিন্দু তীর্থ-স্থানসমূহ নানাপ্রকার অশ্লীল ও বীভৎস ব্যভিচারের আড্ডা হইয়া পড়ে, এবম্বিধ নানা কারণেই হিন্দুদিগের মধ্যে অবরোধ-প্রথার প্রবর্ত্তন হয়। এমন সময় মুসলমানগণ আসিয়া এদেশে আধিপত্য স্থাপন করিলেন, তাঁহারা এদেশীয় উচ্চ-শ্রেণীর হিন্দু ললনাদিগকেই বিবাহ করিতে লাগিলেন।

(এদেশে আর্য্য বংশীয় হিন্দুদিগের মধ্যে অবরোধ-প্রথা সম্মানজনক বোধ হইত বলিয়া, মুসলমানদের মধ্যেও এই প্রথা ক্রমশঃ দৃঢ় বদ্ধমূল হয়। কিন্তু এদেশে যে সমস্ত মুসলমান মহিলা আগমন করিয়াছিলেন, তাঁহারা স্বাধীনা ছিলেন। অবরোধ-প্রথা যে আমাদের মধ্যে প্রবর্ত্তিত ছিল না, নূরজাহান, চাঁদ সোলতানা, রাজিয়া সোলতানা প্রভৃতির জীবনী তাহার দৃষ্টান্তস্থল।) বাদশাহদিগের অন্তঃপুরে একদল তুর্কী মহিলা সর্ব্বদা প্রাসাদ সংরক্ষণে ব্যাপৃত থাকিতেন। ইহাদের মধ্যে অবরোধ-প্রথা আদৌ ছিল না। ইহারা সকলেই সৈনিকের কার্য্যে নিযুক্ত থাকিতেন। কেবল হিন্দু স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে যাহারা মুসলমান স্বামী গ্রহণ করিয়া মুসলমান হইতেন, তাঁহারা উন্নত অবস্থা প্রাপ্ত হইয়া এবং হিন্দুগণের নিকট লজ্জা পাইবার কারণে অবরোধ-প্রথাকে কঠোর করিয়া তুলেন। কথায় বলে "আসল

গাছ অপেক্ষা কলমের গাছ শীঘ্র ফলে।" এই কারণেই মুসলমানদিগের অবরোধ-প্রথা, হিন্দুদিগের অপেক্ষা কঠোর হইয়া পড়ে। (তার পর মোল্লা মৌলবীদিগের পর্দ্দার কদর্য্য ও কুব্যাখ্যায় অবরোধ-প্রথা একটী পরম ধর্ম্ম কার্য্য বলিয়া গণ্য হয়। এই শ্রেণীর অনেক ব্যক্তি এ বিষয়ে এখনও পুস্তক লিখিতেছেন। এই সমস্ত কাণ্ডজ্ঞানশূন্য গলাবাজ পণ্ডিত-গণ পর্দ্দা শব্দের অর্থ না বুঝিয়া স্ত্রীলোকদিগকে দেওয়ালের মধ্যে বন্ধ করিয়া রাখিবার গলাবাজী ও কলমবাজী করিতে আরম্ভ করিয়াছেন!)

অনেক হিন্দু লেখক ও পণ্ডিত নিজেদের জাতীয় কলঙ্ক মুসলমানের ঘাড়ে চাপাইবার জন্য এসলাম ধর্ম্ম এবং মুসল-মানদিগকেই এই কুপ্রথার জন্য দায়ী করিতে কুণ্ঠিত হন নাই। ইহাকেই বলে "আপন স্বপন পরকে দেখানো।" কোনও কোনও লেখক এবং লেখিকা ইহাও প্রকাশ করিয়াছেন যে, "মুসলমানেরা হিন্দু স্ত্রীলোক দেখিলেই লুটিয়া লইয়া যাইতেন, সুতরাং লুণ্ঠনের ভয়েই আমাদের মধ্যে অবরোধের সৃষ্টি হইয়াছে।" যুদ্ধের সময় বরং লুণ্ঠনের কথা কতকটা মানিয়া লওয়া যাইতে পারে, কিন্তু রাজ্য স্থাপনের পরে ইহা একেবারেই অসম্ভব ও অবিশ্বাস্য। মুসলমানেরাই পৃথিবীর মধ্যে স্ত্রীলোকদিগের প্রতি সর্ব্বাপেক্ষা অধিক সম্মান

প্রদর্শনকারী। স্ত্রীহরণ করিলে মুসলমান-আইনে অতীব কঠোর দণ্ড, এমন কি প্রাণদণ্ড হইত। মুসলমানদের দেখাদেখি কিম্বা মুসলমানদিগের অত্যাচার-ভয়ে হিন্দুদিগের মধ্যে অবরোধের সৃষ্টি, ইহা অপেক্ষা মিথ্যা কল্পনা আর কিছুই হইতে পারে না। তাহা হইলে উত্তর বঙ্গের কোচ, রাজবংশী এবং দাক্ষিণাত্যের দ্রাবিড় ও মারাঠীদিগের মধ্যে এ প্রথা বদ্ধমূল হয় নাই কেন? আসল কথা হইতেছে আর্য্য-হিন্দুদের মধ্যে পূর্ব্ব হইতেই অবরোধ-প্রথা প্রচলিত ছিল। আর কোচ, রাজবংশী, এবং দ্রাবিড়, তৈলঙ্গী ও মারাঠী প্রভৃতি অনার্য্য হিন্দুদিগের মধ্যে অবরোধ-প্রথা কোনও কালেই ছিল না। যাহারা মুসলমানদের ঘাড়ে অবরোধের দোষারোপ করে, তাহাদের ভাবিয়া দেখা কর্ত্তব্য যে, এসলাম ধর্ম্মে যখন অবরোধ-প্রথার সমর্থন নাই এবং অন্য কোনও মুসলমানদেশে উহা প্রচলিতও নাই; তখন ইহা যে, ভারতবর্ষীয় প্রথা তাহা বলাই বাহুল্য।

আমাদের মোল্লা মৌলবীরা অধিকাংশই যেমন পথভ্রান্ত (গোমরাহ) হইয়া কোরআন শরীফ পাঠ ত্যাগ করিয়া মৌলুদী পাঠ আরম্ভ করিয়াছেন, শরিয়ৎ ত্যাগ করিয়া "মারফতে"র মনগড়া কথার ব্যাখ্যা করিতেছেন; হিন্দুদিগের দেখাদেখি গুরুশিষ্য প্রথার ন্যায় "পীরি মুরিদি"

প্রথার প্রচলন করিয়াছেন, "তওজ্জা" "শেক্‌লে বর্‌জখ্‌" অর্থাৎ হিন্দুর ন্যায় গুরু পূজা ও পীরের মূর্ত্তি ধ্যান আরম্ভ করিয়াছেন ; পীরদিগের কবর জিয়ারৎ এবং পূজা করিবার জন্য দেশে দেশে ছুটিয়া যাইতেছেন,—মৌলুদ শরীফের মজলিসে মহাপুরুষ হজরত মোহাম্মদের (দঃ) কাল্পনিক আবির্ভাব মনে করিয়া দণ্ডায়মান হইয়া 'সালাম' পাঠ এবং তাপস প্রবর আবদুল কাদের জিলানীর জন্মদিনকে "এগারই শরীফ" বলিয়া অভিহিত করা, গেরুয়া বসন পরিধান করিয়া সুফীগিরি জাহির করা, উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার করিয়া "জেকের" করা প্রভৃতি হাজার রকমের "শেরেক", "কোফর" ও "বেদাত"কে যেমন তাঁহারা ধর্ম্ম বলিয়া প্রচার করিয়া এসলামের মস্তক চর্ব্বণ করিতেছেন, তেমনি তাঁহারা ভ্রম এবং শাস্ত্রীয় জ্ঞানের অভাববশতঃ অবরোধ-প্রথাকে প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য বাগ্‌জাল বিস্তর করিতেছেন !

তাঁহারা যদি ভাল করিয়া হাদিস পড়িতেন, "মাগাজীয়ে রছুল" "ফতুহশ্‌শাম" "ফতুহলমেছের" "ফতুহলইরাণ" এবং ওমাইয়া, আব্বাসীয়া, ফাতেমীয় খলিফাদিগের ইতিহাস আলোচনা করিতেন ; সেলজুক তুর্কী সোলতান এবং ভারতীয় ও তুরস্কের তুর্কী সোলতানদিগের ইতিহাস বিশদ রূপে আলোচনা করিতেন, তাহা হইলে বুঝিতে পারিতেন

যে, মুসলমান সমাজে স্ত্রীলোকদিগের মর্য্যাদা, সম্মান ও স্বাধীনতা সেই সময়ে কত বেশী ছিল!

পাঠক-পাঠিকাদিগের অবগতির জন্য লিখিতেছি যে, খলিফার নেতৃরূপে নির্ব্বাচিত হইবার সময় পুরুষদিগের নিকট হইতে যেমন "ভোট" লইতে হইত; স্ত্রীলোকদিগের নিকট হইতেও তেমনি "ভোট" লওয়া হইত। ভোটের নিয়ম এই ছিল যে, পুরুষেরা খলিফার আনুগত্য স্বীকার জ্ঞাপনার্থ খলিফার হস্ত চুম্বন করিতেন, আর স্ত্রীলোকেরা খলিফার দরবারে উপস্থিত হইয়া খলিফার জুব্বার 'দামন' তুলিয়া চুম্বন করিতেন।

আমেরিকার মার্কিন মুলুক এবং ইউরোপের ফ্রান্স প্রজাতন্ত্র প্রণালীতে শাসিত। কিন্তু আজও সেখানে প্রেসিডেন্ট বা "আমীর" নির্ব্বাচনে স্ত্রীলোকদিগের কোনও অধিকার নাই। সুসভ্য ও সমুন্নত ইংরাজ জাতির পার্লামেণ্টের বা মজলিসের মেম্বর নির্ব্বাচনে স্ত্রীলোকদিগের কোনও অধিকার নাই। এই অধিকার লাভের জন্য ইংলণ্ডের উচ্চ শিক্ষিত স্ত্রীলোকেরা তুমুল আন্দোলন আরম্ভ করিয়াছেন। ইহারা "সাফ্রিগেট" নামে অভিহিত। অথচ মুসলমানেরা কত পূর্ব্বে স্ত্রীলোকদিগকে এ অধিকার দান করিয়াছেন। ফলতঃ ইউরোপীয় সভ্যতা এখনও কোনও

বিষয়ে আরবীয় সভ্যতা হইতে উৎকর্ষ লাভ করিতে পারে নাই। পৃথিবীর আর কোনও জাতির মধ্যেই বিবাহ কালে স্ত্রীর বিবাহ-পণ (দেয়েন মোহর) এবং পিতৃধনে সর্ব্ব অবস্থাতেই কন্যার অংশের স্বত্ব স্বামিত্ব ; ধর্ম্মবিধি বলিয়া গণ্য নহে। এসলাম স্ত্রীজাতিকে যে অধিকার ও সম্মান দিয়াছে, অন্য কোনও ধর্ম্মেই তাহা দিতে পারে নাই। এসলামে স্বামীর যেমন কতকগুলি বিষয়ে অধিকার আছে, স্ত্রীরও তেমনি কতকগুলি বিষয়ে অধিকার আছে। ফলতঃ এসলাম ধর্ম্মে স্বামী ও স্ত্রী পরস্পরের অধীন। শুধু এসলামেই স্ত্রীলোকগণ দাসীর কার্য্য করিতে বাধ্য নহেন। ধর্ম্মপত্নী দ্বারা দাস-দাসীর কার্য্য সম্পাদন করা সঙ্গত নহে। সন্তান পালন এবং স্বামীর খেদমত করিতে মাত্র তাঁহারা বাধ্য। অন্যান্য বিষয় তাঁহাদের ইচ্ছাধীন ; অবশ্য এ বিষয়ে অবস্থার উপর অনেকটা নির্ভর করে।

অতীব পরিতাপের বিষয় এই যে, আমাদের মোল্লা মোলবী, পীর ও প্রচারকগণ এমনই কাণ্ডজ্ঞানশূন্য হইয়া পড়িয়াছেন যে, তাঁহারা উপদেশ দিবার সময় পুরুষদের প্রতি স্ত্রীলোকদিগের কি কি কর্ত্তব্য আছে, তাহাই খুব রং চড়াইয়া বর্ণনা করেন এবং কথায় কথায় স্ত্রীলোদিগকে দোজখের ভয় দেখান। কিন্তু স্ত্রীলোকদিগের প্রতি পুরু-

যের কি কি কর্ত্তব্য আছে, তদ্বিষয়ে তাঁহারা কিছুই প্রচার করেন না। অন্ততঃ এ বিষয়ে তাঁহারা যদি সুরা নেসা এবং হাদিস হইতে উপদেশ দিতেন, তাহা হইলে স্ত্রীলোক-দিগের অনেক দুঃখ দুর্দ্দশা মোচিত হইত এবং পুরুষ-দিগেরও কর্ত্তব্য-বুদ্ধি উন্মেষিত হইত।

কিন্তু দুঃখের বিষয় আমাদের অধিকাংশ মোল্লা মৌলবী তদ্বিষয়ে কিছুই জ্ঞাত নহেন। মহাপুরুষ হজরত মোহাম্মদ (দঃ) বিবি আয়েশার সঙ্গে কিরূপ ব্যবহার করিতেন, তাঁহাদিগকে, তাহা ভালরূপে অবগত হইতে এবং প্রচার করিতে অনুরোধ করি। বহু-বিবাহ, বাল্য-বিবাহ, তালাক, স্ত্রীলোদিগকে শিক্ষা ও স্বাধীনতা না দেওয়া, প্রভৃতি জঘন্য অনিষ্টকর প্রথার বিরুদ্ধে মোল্লা মৌলবীরা একেবারেই উদা-সীন অথবা অজ্ঞ। আমাদের উচ্চশিক্ষিত লোকেরাও এ বিষয়ে কেহ কিছু চিন্তা করেন বলিয়া মনে হয় না। বড় দুঃখে প্রাতঃস্মরণীয় কীর্ত্তিমান্ পুরুষ স্বর্গীয় মোস্তফা কামেল পাশার সহিত কণ্ঠ মিলাইয়া বলিতে ইচ্ছা হয়—

"হায়! মাতৃগর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়া মাতৃরক্তে বর্দ্ধিত এবং মাতৃ-অঙ্কে পালিত হইয়া জ্ঞানলাভপূর্ব্বক যে ব্যক্তির রসনা এবং হস্ত মাতৃজাতির মূর্খতা, অধীনতা এবং দুঃখ দুর্দ্দশা দূর করিবার জন্য পরিচালিত এবং নিয়োজিত হয় না; সে রসনা

ও হস্ত নরকানলে দগ্ধ হউক ! যে জীবন, যে জ্ঞান এবং যে ধন মাতৃজাতির সেবায় কিয়দংশ ব্যয়িত না হয়, তাহাতে সহস্র ধিক্ !"

অবরোধ-প্রথার কাল্পনিক হেতু ।

এদেশের অধিকাংশ লোক মনে করে যে স্ত্রীলোকদিগকে বাহিরে যাইবার অধিকার দিলে, তাহাদের ব্যভিচারের ভাব প্রবল হইবে ; কিন্তু চিন্তা করিয়া দেখিলে ইহা হাস্যজনক ধারণা ব্যতীত আর কিছুই নহে। কারণ, ব্যভিচার জিনিসটা অবরোধের নিভৃতকক্ষেই হইয়া থাকে। প্রান্তরে, উদ্যানে, মস্‌জেদে, ঈদগাহে, ধর্ম্মসভায়, প্রকাশ্যে বা জনসমাজের চখের সম্মুখে কখনও এই মহাপাপের অনুষ্ঠান হয় না। সূচনা অনেক সময়ই ঘোমটার ভিতরে এবং অনুষ্ঠান অন্তঃপুরের নিভৃত কক্ষে। সৎশিক্ষা এবং স্বাধীনতাই চরিত্র রক্ষা এবং মহত্ত্ব লাভের এক মাত্র উপায়। নিজের মনের বলে এবং নিজের শিক্ষায় স্ত্রীলোকেরা যদি, ধর্ম্মানুরাগিণী এবং সতীত্বপরায়ণা না হয় ; তাহা হইলে তাহাদিগকে জবরদস্তি করিয়া কারাগারে বদ্ধ করত সতী সাজাইয়া রাখিবার চেষ্টা যারপর নাই কৃত্রিম এবং হাস্যাস্পদ।

যাহারা মনে করেন, অবরোধ তুলিয়া দিলে ব্যভিচার বেশী হইবে, তাহারা নিতান্তই ভ্রান্ত ! মানুষের হৃদয় যতই

সঙ্কীর্ণ এবং দুর্ব্বল হইবে, পাপও তত বেশী হইবে। মনোবিজ্ঞান অনুযায়ী হৃদয়ের দুর্ব্বলতাই হইতেছে পাপানুষ্ঠানের প্রধান কারণ; আর পরাধীনতা, শিক্ষার অভাব, অনভিজ্ঞতাই হইতেছে দুর্ব্বলতার প্রধান কারণ।

আমাদের দেশে এই পরাধীনতা,মুর্খতা এবং অনভিজ্ঞতার প্রধান কারণ হইতেছে—অবরোধ। সুতরাং অবোরোধ-প্রথাকে বিলুপ্ত করিলে স্ত্রীলোকদিগের চরিত্র, শিক্ষা—, স্বাধীনতা এবং অভিজ্ঞতা লাভের সঙ্গে সঙ্গে আরও উন্নত পবিত্র এবং উজ্জ্বল ও সরল হইবে। আরব্য, তুরস্ক, পারস্য প্রভৃতি দেশের স্ত্রী-সমাজই তাহার প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত। আমাদের দেশে অবরোধ-প্রথা থাকার দরুণ স্ত্রীলোকেরা অশিক্ষিতা, দুর্ব্বলদেহা ও দুর্ব্বলমনা হয়; এজন্য কুলটা এবং বেশ্যার সংখ্যা এত বেশী যে, স্মরণ করিলে ঘৃণায় হৃদয় পূর্ণ হইয়া উঠে!

কোনও দেশের পুরুষদিগের চরিত্র কখনই উন্নত হইতে পারে না—যদি তাহাদের স্ত্রীলোকেরা শিক্ষিতা এবং স্বাধীনা না হয়। স্ত্রী অশিক্ষিতা এবং মূর্খা বলিয়াই আমাদের দেশের বহুলোক চরিত্রহীন-লম্পট ও মদ্যপায়ী সাজিবার সুবিধা পায় নাই কি?

এই অবরোধের জন্যই মধ্যে মধ্যে রেলে ও অন্যত্র আমাদের দেশের স্ত্রীলোকদিগের প্রতি গুণ্ডা ও বদমাশদের ভীষণ

অত্যাচারের কথা শুনা যায়! আমাদের দেশের মহিলারা যদি অন্য মোসলেম-মহিলাদের ন্যায় বা ইউরোপীয় স্ত্রীলোক-দিগের ন্যায়, বহির্জ্জগতের কাণ্ডকারখানা এবং কার্য্য-কারণ সম্বন্ধে অভিজ্ঞা হইতেন, তাহা হইলে গুণ্ডার কি সাধ্য যে, তাঁহাদের উপরে অত্যাচার করে!! আমাদের স্ত্রীলোকেরা অবরোধবাসের ফলে এতই ভীরু, এত বেশী মাত্রায় লজ্জাশীলা এবং দুর্ব্বলপ্রকৃতিবিশিষ্টা হইয়া পড়িয়া-ছেন যে, একটা গুণ্ডা বা বদমাশকে দেখা মাত্রই ভয়ে মূর্চ্ছিতা হইয়া পড়েন। ইহার ফলে গুণ্ডার পক্ষে তাহাদের সতীধর্ম্মনাশের বিশেষ সুবিধা হয়। কিন্তু একটী অনবরুদ্ধ ইউরোপীয়ান বা আরব ও তুর্কী মহিলার প্রতি এরূপ অত্যাচার করিতে গুণ্ডা কখনও সাহস করে না। এ জন্য কি পশ্চিম এশিয়ার মুসলমান রাজ্যসমূহ, কি ইউরোপ খণ্ড, কোথায়ও স্ত্রী-স্বাধীনদেশে এই অতি জঘন্য মহাপাপ "বলাৎকারে"র কথা কদাপি শুনা যায় না।

আমরা এমন সব ঘটনার কথা জানি যে, স্বামী পাশের গাড়ীতে থাকা সত্ত্বেও গুণ্ডার হাত হইতে বাঁচিবার জন্য একটী শব্দ করিতেও স্ত্রীটী সাহসী হয় নাই। আমরা একটী প্রত্যক্ষ ঘটনা জানি।

একবার আমাদের পরিচিত একটী দারোগার বাসায়

আগুন লাগিয়াছিল। দারোগার স্ত্রীর ঘরে আগুন লাগিয়া তাঁহার নিজের গায়েও আগুন লাগিবার উপক্রম হইয়াছিল। পার্শ্বেই কতিপয় মুসলমানের বাড়ী ছিল। তথাপি দারোগার স্ত্রীটী বাটীর বাহিরে যাইতে সাহসী হন নাই। পরে আমার কোনও আত্মীয় ব্যক্তি যাইয়া তাঁহাকে অগ্নিকুণ্ড হইতে টানিয়া বাহির করিয়া লইয়া আসেন। মূর্খ ও বেওকুফ ব্যক্তিরা ইহা খুব গৌরবের বিষয় বলিয়া মনে করিতে পারে; কিন্তু শিক্ষিত ব্যক্তিগণ বুঝিতেছেন যে, ইহা আমাদের নারী জাতির শোচনীয় নিশ্চলত্ব ও জড়ত্বের অতীব ভয়াবহ দৃষ্টান্ত।

যে জাতির নারীরা এইরূপভাবে মনুষ্যত্বহীন এবং জড়ধর্ম্মে দীক্ষিতা হইয়াছেন, তাঁহাদের গর্ভে বীর ধীর কর্ম্মী ও তেজীয়ান্ সন্তান জন্মিবার সম্ভাবনা নিতান্তই কি আকাশকুসুম নহে? তাই প্রাণের আবেগে এবং কর্ত্তব্যের আহ্বানে ধর্ম্মের অনুরোধে আজ শিক্ষিত নব্য যুবক ও আলেমগণকে স্ত্রীজাতির উচ্চশিক্ষা এবং স্বাধীনতা দান করিবার জন্য ব্যাকুল প্রাণে আহ্বান করিতেছি। আশা করি, যথার্থ ধর্ম্মপরায়ণ সত্যসন্ধ তেজস্বী চিন্তাশীল ব্যক্তিদিগের সাড়া ও সহানুভূতি হইতে বঞ্চিত হইব না।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

—:•:—

ব্যায়াম-চর্চ্চা।

শরীর ও মন লইয়াই মানুষ। মানসিক উন্নতির যেমন আবশ্যক, শারীরিক উন্নতির আবশ্যকতা তাহা হইতেও বেশী। সাধারণ জ্ঞান লইয়াও মানুষ সংসারে বিচরণ করিতে পারে। কিন্তু দুর্ব্বল ও রোগপ্রবণ দেহ লইয়া কাহারও পক্ষে সংসার-যাত্রা নির্ব্বাহ, কদাপি সুখাবহ এবং শান্তিজনক হইতে পারে না। এজন্য যাহাতে আমাদের শরীর সহসা রোগাক্রান্ত কিংবা পরিশ্রম-কাতর না হইতে পারে, তজ্জন্য বাল্যকাল হইতেই যত্নপূর্ব্বক ব্যায়াম-চর্চ্চা করা একান্ত প্রয়োজন।

আমাদের দেশে বালকেরা বাল্যকাল হইতেই নানা-প্রকার ক্রীড়া কৌশলে যোগদান করিয়া থাকে। তৎপর তাহারা মনের আনন্দ ও স্ফূর্ত্তিতে যত্র-তত্র ঘুরিয়াও বেড়ায়। ইহাতে তাহাদের বায়াম-চর্চ্চার উদ্দেশ্য অনেক পরিমাণে সিদ্ধ হয়। কিন্তু তৎসত্ত্বেও বালকদিগের খেলিবার জন্য দেশে সর্ব্বত্রই ফুটবল ও ক্রীকেট ক্লাব এবং নানা প্রকার দেশী

খেলার প্রথা প্রচলিত আছে। কিন্তু আশ্চর্য্য ব্যাপার, বালিকাদিগের জন্য সেরূপ ক্রীড়া কিংবা ব্যায়াম-চর্চ্চার বন্দোবস্ত দেশের কুত্রাপি এবং কোনও জাতির মধ্যেই নাই। এজন্য আমাদের বালিকারা যখন উত্তরকালে মাতৃত্ব লাভ করে তখন অত্যল্প সময়ের মধ্যেই ভগ্নস্বাস্থ্য হইয়া পড়ে। আজকাল সমস্ত সভ্য দেশেই বালকদিগের ন্যায় বালিকা-দিগের শারীরিক উন্নতির জন্য সর্ব্বপ্রকার আয়োজন ও চেষ্টা হইতেছে। পিতার ন্যায় মাতাও স্বাস্থ্যসম্পন্না এবং বলিষ্ঠা না হইলে, বলিষ্ঠ, তেজস্বী ও দৃঢ়মনা সন্তান লাভের আশা বিড়ম্বনা মাত্র। সুতরাং আমরা যদি জাতীয় জীবনের প্রতিষ্ঠা ও বিকাশের কল্পনা পোষণ করি, তাহা হইলে আমাদের বালিকা ও যুবতীদের জন্যও নানাপ্রকার শ্রমজনক ক্রীড়া ও ব্যায়ামের বন্দোবস্ত আজ হইতেই করা আবশ্যক। কৃষক-শ্রেণীর বালিকা ও স্ত্রীলোকদিগকে অনেক সময় পরিশ্রম করিতে হয় বলিয়া, তাহাদিগের জন্য ব্যায়াম ও ক্রীড়ার বন্দোবস্ত না হইলেও তত ক্ষতিকর না হইতে পারে; কিন্তু অবস্থাপন্ন ও শরীফ খান্দানের বালিকা ও যুবতীগণ যাহারা সর্ব্বপ্রকারের শারীরিক শ্রমজনক কষ্ট হইতে মুক্ত, তাহা-দের জন্য ব্যায়ামের ও ক্রীড়ার বন্দোবস্ত করা অবশ্যই অপরিহার্য্য।

স্ত্রী-শিক্ষা

তুরস্ক এবং যাবতীয় সভ্যদেশে স্কুলেও মেয়েদিগকে ড্রিল শিখানো হয়। কিন্তু আমাদের হতভাগ্য মুর্খ দেশে মেয়েরা ড্রিল শেখা হইতেও বঞ্চিত। বড়ই পরিতাপের বিষয় যে, আমাদের শিক্ষিত লোকেরা এবং ডাক্তারগণও এ বিষয়ে উদাসীন। মানসিক উন্নতি বা বিদ্যা-চর্চ্চা সম্বন্ধে যেরূপ চেষ্টা ও আগ্রহ দেখা যাইতেছে; শারীরিক উন্নতির জন্যও সেই প্রকার চেষ্টা ও আগ্রহ প্রকাশ করা সকলেরই কর্ত্তব্য। স্ত্রীলোকদিগের ব্যায়াম ও ক্রীড়ার কথায় আমাদের অশিক্ষিত এবং অর্দ্ধশিক্ষিত ব্যক্তিরাই যে, কেবল নাসিকা সঙ্কুচিত করিবেন, তাহা নহে। অনেক তথাকথিত শিক্ষিত ব্যক্তিও এবিষয়ে মনোযোগ প্রদানের আবশ্যকতা স্বীকার করিবেন না। এজন্য চিন্তাশীল প্রজ্ঞাবান্ ব্যক্তিদিগের কর্ত্তব্য যে, তাঁহারা নিজেরা উদ্যোগী হইয়া আপনাদের বালিকাদিগের শারীরিক উন্নতির জন্য ব্যায়াম-চর্চ্চা বা ক্রীড়ার বন্দোবস্ত করেন। আমাদের মোল্লা মৌলবী এবং প্রচারক ও বক্তাদিগের কর্ত্তব্য যে, তাঁহারা মাতৃজাতির শিক্ষা, স্বাধীনতা এবং ব্যায়াম-চর্চ্চা লইয়া তুমুল আন্দোলন করেন। প্রাথমিক যুগের আরব জাতীয় মহিলাদিগের বীর্য্য শৌর্য্য সাহস পরাক্রম ও তেজস্বিতার কথা লইয়া আলোচনা করেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় বঙ্গদেশের

ধর্ম্ম-প্রচারক ও আলেমগণ কাজের বেলায় কেচ্ছা কাহিনী ও বাজে কথা লইয়া সময় নষ্ট করেন। ইস্‌লাম ধর্ম্মে স্ত্রীলোক-দিগকে কি আন্দাজ স্বত্ব স্বামিত্ব, সম্মান ও স্বাধীনতা দিয়াছে, তাঁহারা তাহার বিন্দুবিসর্গও অবগত নহেন। স্ত্রীলোকদিগের প্রতি আমাদের আদর্শ পয়গাম্বর কিরূপ সম্মান ও প্রীতিসূচক এবং ধীর ও নম্র ব্যবহার করিতেন, তদ্বিষয়ে তাঁহারা পুরুষদিগকে কখনও কিছু বলেন না। তালাক, বহুবিবাহ ও বাল্যবিবাহ—এই সমস্ত অনিষ্টকর পাপ-প্রথার বিরুদ্ধে তাঁহারা রসনাসঞ্চালনে একেবারেই অক্ষম। আশা করি, আমাদের নব্য প্রচারকগণ নারী জাতির শিক্ষা, স্বাধীনতা, ব্যায়াম-চর্চ্চা এবং সম্মান সম্বন্ধে বিশেষ আন্দোলন ও আলোচনা করিতে বদ্ধপরিকর হইবেন। ইহাতে অজ্ঞান গোঁড়াদিগকে ভয় করিলে চলিবে না।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

—•:•:•—

বাল্য-বিবাহ।

আমাদের দেশে স্ত্রীলোকদিগের শিক্ষা এবং স্বাধীনতা লাভের আর এক প্রধান অন্তরায় হইতেছে—বাল্য-বিবাহ। বাল্য-বিবাহ যেমন বালকদিগের পক্ষে, তেমনি বালিকা। দিগের পক্ষেও নিতান্ত অনিষ্টকর, ঘৃণিত এবং দূষণীয়। বরং চিন্তা করিয়া দেখিতে গেলে বালিকাদিগের পক্ষে ইহা অধিকতর অনিষ্টকর। বিবাহের পরে বালিকার বাল্য স্বভাবসুলভ আনন্দ ও স্বাধীনতা হইতেও বঞ্চিতা হয়। যে কোনও ব্যক্তি একটী বিবাহিতা এবং আর একটী কুমারী বালিকার পরস্পর তুলনা করিলেই, আমার কথার সত্যতা বিশেষ করিয়া উপলব্ধি করিতে পারিবেন। বিবাহের পরেই বালিকাগণ এমন ভাবে অবগুণ্ঠিতা, সঙ্কুচিতা এবং লজ্জাশীলা হইয়া পড়ে যে, তাহা দেখিলে ভাবুক ব্যক্তির প্রাণে নিদারুণ আঘাত লাগে। বধূ যতই বালিকা বা শিশু হউক না কেন, সে কিছুতেই কুমারী বালিকা-দিগের ন্যায় অবাধে ছুটাছুটি করিতে বা যেখানে-সেখানে

যাইতে পারে না। কুমারীদিগের ন্যায় স্ফূর্ত্তির সহিত যে আর ধূলা খেলায়, যোগ দিতে পারে না। ইহাকে উহাকে তাহাকে দেখিয়া সর্ব্বদাই তাহাকে ঘোমটা টানিয়া পালাইবার জন্য অভ্যস্ত করা হয়।

ফলতঃ হরিণ-শিশু যেমন কুকুর বা ব্যাঘ্র দেখিয়া ভয়ে চারি পা তুলিয়া উর্দ্ধশ্বাসে পলায়ন করে, আমাদের বধূরাও তেমনি সবরকমের শ্বশুর, ভাসুর এমন কি শ্বশুরের গ্রামের লোককে পর্য্যন্ত দেখিয়া কোণে পলায়। ফলতঃ তাহার বাল্যজীবনের স্বাধীনতা টুকু হইতেও তাহাকে বঞ্চিত হইতে হয়। ইহাতে তাহার জীবনের বিকাশের পক্ষে নিতান্তই বাধা ঘটে। আর বিবাহ হইলে পড়া শুনার ব্যাঘাত ঘটা স্বাভাবিক। বিবাহের পরে কেহ কেহ অধ্যয়ন করিলেও পড়া শুনার ধারা অব্যাহত থাকে না। কারণ মধ্যে মধ্যে বধূকে শ্বাশুরাগারে যাইতে হয়।

তাহার পর বাল্য বিবাহের ফলে, অপরিণত বয়সে বা যৌবন-শ্রী সামান্য মাত্রায় উদ্ভিন্ন হইবার সঙ্গেই বালিকা-দিগের প্রতি অধিকাংশস্থলেই যে সমস্ত পৈশাচিক ও দানবীয় অত্যাচার করা হয়, তাহা শ্রবণ করিলেও ঘৃণা ও রোষের সঞ্চার হয়। এই অত্যাচারফলে স্বামিগৃহ হইতে অনেক বালিকাবধূ পলায়ন পর্য্যন্ত করিয়া থাকে। অনে-

কের শরীর ভগ্ন হইয়া যায়। কেহ কেহ মৃত্যুমুখে পর্য্যন্ত পতিত হয়। অনেকে অকালে এবং অসময়ে গর্ভধারণ করিয়া নিতান্ত রুগ্ন কিংবা জীবন-শক্তিবিহীন শিশু প্রসব করিয়া অকালে শোক প্রাপ্ত হয়।

অনেক সময় বাল্যে বিবাহিতা দম্পতী, যৌবন লাভের পরে, পরস্পর পরস্পরকে কিংবা স্বামী স্ত্রীকে, অথবা স্ত্রী স্বামীকে না পছন্দ করিয়া বসে। ইহার পরিণামে স্ত্রীলোক-দিগের পক্ষে সাক্ষাৎ নরককুণ্ড হইতেও অধিকতর জ্বালাময় সপত্নীর যন্ত্রণা ভোগ করিতে হয়। কেহ কেহ সপত্নীর জ্বালা যন্ত্রণাভোগে অসমর্থ হইয়া নানাপ্রকারে আত্মহত্যা করিতে কিংবা কুলত্যাগিনী হইতেও কুণ্ঠিত হয় না। বলা বাহুল্য, এই সমস্ত মহাপাপের শাস্তি কাণ্ডজ্ঞানহীন মূর্খ ও বেওকুফ অভিভাবক বা মুরুব্বিদিগকেই পরলোকে ভোগ করিতে হইবে।

ফলতঃ যে দিক্ দিয়াই দেখা যাউক না কেন, বাল্য বিবাহ অনিষ্ট ব্যতীত কোনও বিষয়েই ইষ্টের কারণ নহে। যে সমস্ত কারণে অত্যুন্নত তেজীয়ান্ ও চরিত্রবান্ মুসলমান জাতির অধোগতি হইতেছে, কন্যা বিবাহও তাহার একটি কারণ। চিন্তা করিয়া দেখিলে এই মহাপাপ প্রথার বিরুদ্ধে এই মুহূর্ত্তেই আমাদিগের ধর্ম্মনেতাদিগের হারামের

ফতোওয়া দেওয়া পরম কর্ত্তব্য। কিন্তু হায়! সেরূপ বুদ্ধিমান্ ও চিন্তাশীল আলেম কোথায়?

মহাপুরুষ হজরত মোহাম্মদ (দং) ১৮ বৎসর বয়সে তাঁহার কন্যারত্ন ফাতেমা দেবীর উদ্বাহ ক্রিয়া সম্পন্ন করিয়াছিলেন, কিন্তু আধুনিক মুসলমানগণ কন্যার বয়স ১৮ মাস হইতে না হইতেই বিবাহের জন্য ব্যস্ত সমস্ত হইয়া পড়েন। আমাদের মোল্লারা এরূপ বিবাহ পড়াইতে কিছুমাত্র সঙ্কোচ করেন না। যে বিদ্যা সন্তানদিগকে শিক্ষা দেওয়া ফরজ, সেই মহাফরজ বা মহা কর্ত্তব্য সম্বন্ধে আমাদের মুন্‌শী মৌলবী সাহেবান সাধারণকে নসিহত করা হইতে একেবারেই নীরব! যে অর্থের উপর ইস্‌লাম ধর্ম্মের দুই ফরজ (হজ্জ ও জকাত) সংস্থাপিত, সে অর্থো-পার্জ্জন সম্বন্ধে উপদেশ দান দূরে থাকুক, কেবল দান খয়রাতের কথা বলিয়া নিজেদের ঝুলি ভরিবার ব্যবস্থা করিতেই পটু। কিন্তু যে বাল্য বিবাহের কুফলে সমাজ-অঙ্গ জর্জ্জিত হইতেছে, সে বিষয়ে তাঁহাদের কিছুমাত্র ভ্রূক্ষেপও নাই। এরূপ তথাকথিত আলেমদিগের দ্বারা অধঃপতন ব্যতীত উন্নতির আসা কোথায়?

উপসংহার।

—:)•*•(:—

হাদিস।

১। সেই ব্যক্তিই সর্ব্বোৎকৃষ্ট, যিনি নিজপরিবারে সমাদৃত।

২। স্ত্রীলোকেরা পুরুষের সম্মিলিত অর্দ্ধ।

৩। পৃথিবী এবং পৃথিবীর সমস্ত বস্তুই মূল্যবান, কিন্তু ধার্ম্মিকা স্ত্রীলোকই সর্ব্বাপেক্ষা মূল্যবান্।

৪। যে স্ত্রীলোক নমাজ পড়েন, রোজা রাখেন, যিনি সতী এবং স্বামীর বাধ্য, তিনি যে কোনও দ্বার দিয়া বেহাস্তে প্রবেশের অধিকারিণী।

৫। যে ব্যক্তি ভার্য্যাকে প্রহার করে, সে অন্যায় কার্য্য করে।

৬। যে ব্যক্তির স্বভাব ভাল, সেই উৎকৃষ্ট মুসলমান। আর তোমাদের মধ্যে সেই ব্যক্তি সর্ব্বাপেক্ষা ভাল, যে তাহার স্ত্রীর সঙ্গে সর্ব্বাপেক্ষ ভাল ব্যবহার করে।

৭। তালাক যদিও আইনসঙ্গত কিন্তু আল্লাহ্ পছন্দ করেন না।

৮। আল্লাহ্ তোমাদিগকে স্ত্রীলোকদিগের প্রতি সদ্ব্যবহার করিতে আদেশ করেন। কারণ তাহারাই তোমাদের মাতা, দুহিতা, পিসী এবং বনিতা।

৯। স্ত্রীলোকদিগের অধিকার পবিত্র। তাঁহাদের অধিকার রক্ষা সম্বন্ধে তোমরা মনোযোগী থাকিবে।

১০। উপাসনার জন্য স্ত্রীলোকদিগকে মস্‌জিদে আসিতে বারণ করিও না। তবে তাহাদের পক্ষে নিজের গৃহে উপাসনা করাই প্রশস্ত।

১১। ঈদের নমাজে স্ত্রীলোকদিগকে যোগ দিতে নিষেধ করিও না। তবে ব্যবস্থা এই যে, তাহারা পুরুষদের সর্ব্বপশ্চাতে দণ্ডায়মান হইবে।

১২। যাহারা কন্যাদিগের উপকার করে, সেই উপকার তাহাদিগের জন্য দোজখের আজাবের আবরণস্বরূপ হইবে।

১৩। যে ব্যক্তি দুটী অর্থাৎ একাধিক কন্যা জন্মিলেও (নানাবিধ কষ্ট ও অসুবিধা স্বীকার করিয়াও) তুল্য যত্নে প্রতিপালন করে, সে পরলোকে আমার সঙ্গে বাস করিবে।

১৪। রাজপথে চলিবার সময় মোমেনা স্ত্রীলোকেরা আঁখি নত করিয়া চলিবে এবং সর্ব্বাঙ্গ (হস্ত পদ এবং মুখ ব্যতীত) একখানি চাদরে আচ্ছন্ন করিয়া বাহির হইবে।